অধ্যায় ৬: বাংলাদেশের অর্থনীতি

প্রশ্ন ▶১ দৃশ্যকল্প-১: বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

দৃশ্যকল্প-২: দেশি ও বিদেশি সকল জনগণের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। *[চা. বো. '১৭]*

ক. মাথাপিছু আয় কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির কোন সূচক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয়ের বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই মাথাপিছু আয়।

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকদের উৎপাদন কম। ফলে তাদের আয় কম। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। এর ফলে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম হয়। এ কারণে উৎপাদনও কম হয়। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP কে নির্দেশ করে।

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সকল ধরনের দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। তবে দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে কাজ করে অথবা কোনো কোম্পানি যদি বিদেশে ব্যবসা করে দেশে টাকা পাঠায় তবে সেই আয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসেবে পরিগণিত হবে না অর্থাৎ GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দৃশ্যকল্প-১ এ একটি অর্থনীতির সূচক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP কে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয় অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিকে নির্দেশ করে। আর দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে যে, দেশি-বিদেশি সকল জনগণের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসাব বিবেচনা করা হয় যা মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপিকে নির্দেশ করে।

জিডিপি এবং জিএনপি উভয়ের বৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। জিডিপি এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জিডিপি বাড়লে জনগণের দারিদ্র্য হ্রাস পায়। পাশাপাশি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। আর জিএনপি এর মাধ্যমে একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝা যায়। মূলত জিএনপি বৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য দূর হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত এবং অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয়ের অর্থাৎ জিডিপি ও জিএনপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

প্রশ্ন ▶২ আকমল সাহেব একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করেন। কাজের সুবাদে তিনি বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছেন। তাঁর অর্জিত অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। *[রা. বো. '১৭]*

ক. HDI-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আকমল সাহেবের প্রেরিত অর্থকে অর্থনীতিতে কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "আকমল সাহেবের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।" বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক HDI-এর পূর্ণরূপ Human Development Index।

খ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বলতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয়ে উন্নয়ন করাকে বোঝায়। যেমন- গড় আয়ু বৃদ্ধি, সামাজিক অসমতা হ্রাস, বেকারত্বের হার কমানো, দারিদ্র্যের হার হ্রাস করা, শিশুশ্রম বন্ধ করা, বাল্যবিবাহ ও বাল্য মাতৃত্বের হার হ্রাস, আয়ের বৈষম্যের হার হ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি।

গ আকমল সাহেবের প্রেরিত অর্থকে অর্থনীতিতে রেমিটেন্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের অনেক নাগরিক বিদেশে কর্মরত আছেন। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত এই অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

উদ্দীপকের আকমল সাহেবও একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করার সুবাদে বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছেন। তিনি তার অর্জিত অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করেন। যাকে রেমিটেন্স বলা হয়। তাই প্রবাসী আকমল সাহেব কর্তৃক স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে অর্থনীতিতে রেমিটেন্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ঘ আকমল সাহেবের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাংলাদেশের মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ২০১০ সালের হিসাব মতে বিদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের

Teachingbd24.com

প্রেরিত অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রবাসী আকমল সাহেবের প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৩ ঘটনা-১: মাহফুজ দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনা শেষ না করেই স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দুবাই চলে যায়। সে প্রতি মাসে দেশে টাকা পাঠায়, যা তার পরিবারকে সচ্ছলতা এনে দিয়েছে।
ঘটনা-২: পড়াশোনা শেষে চাকরি না পেয়ে আলতাফ চুপ করে বসে থাকেনি। সে তার গ্রামের কয়েকজন বন্ধু মিলে মুরগির ফার্ম, মৎস্য খামার ও নার্সারি গড়ে তুলেছে। *[দি. বো. '১৭]*

ক. কোনো দেশের জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে কী বলে? ১
খ. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলতাফের কাজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যে খাতকে ইঙ্গিত করেছে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মাহফুজের মতো প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।"— যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে বলে মাথাপিছু আয়।

খ যে সকল মানুষ তাদের মেধা বা শ্রম দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, তাদেরকে মানব সম্পদ বলা হয়।
মানুষ তখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। যেমন- কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে, আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন কোনো সম্পদ উদ্ভাবনে কাজ করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে কোনো খাতে অবদান রাখে, তাদেরকে দেশের মানব সম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের আলতাফের কাজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য এবং কৃষি ও বনজ খাতের অবদানকে নির্দেশ করছে।
জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রবৃদ্ধি হারে এ খাতের অবদান শতকরা ব্যয় ৬ ভাগ এবং কৃষির উৎপাদনে শতকরা ১৪.৭৩ ভাগ। জাতীয় রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৩.৬৫ ভাগ। আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ আসে মাছ থেকে। এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে প্রায় ১৩ লাখ শ্রমিক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত আছে। সর্বোপরি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ। অন্যদিকে, কৃষি ও বনজ খাত জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ছিল ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ।
তাই বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য মোচনে সর্বোপরি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য এবং কৃষি ও বনজ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের মাহফুজের মতো প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে।
সুতরাং, দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্সের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৪ কৃষক সাইদুল জমি চাষ করেন এবং মৎস্য চাষ করেন। তার ছেলে মিন্টু মিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। তার প্রেরিত অর্থে নিজ গ্রামে কুটির শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার অদক্ষ মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। *[চ. বো. '১৭]*

ক. GDP কাকে বলে? ১
খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে মিন্টু মিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে বসবাসকারী সব জনগণের মাধ্যমে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

খ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিট্যান্স বলে।
বিদেশে কর্মরত দেশি শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। প্রেরিত এ অর্থই হলো রেমিট্যান্স। এ অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তা হলো কৃষি ও মৎস্য।
একসময় কৃষি ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির একক বৃহত্তম খাত। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষিনির্ভর ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেবা, শিল্প, পরিবহন, প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধুই কৃষিনির্ভর নয়। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৪০৭.১৪ লক্ষ মেট্রিক

https://teachingbd24.com

টন। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ১৫.৩৫ শতাংশ যেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৪.৭৩ শতাংশ। জাতীয় আয়ে অবদান হ্রাস পেলেও কৃষির উপখাতের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বনজ, খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উপখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৫.১২ এবং ০.৮৮ যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫.৬০ এবং ০.৯৬। বাংলাদেশের অর্থনীতির আরও একটি অন্যতম খাত হলো মৎস্য সম্পদ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ ও পঞ্চম যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদানকে তুলে ধরে।

ঘ মানব সম্পদ উন্নয়নে মিন্টু মিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কৃষক সাইদুল ইসলামের ছেলে মিন্টু কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। সেখান থেকে তার প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে তার নিজ গ্রামে কুটির শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের অনেক অদক্ষ মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন বা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মিন্টু মিয়া যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও যথেষ্ট নয়।

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম একটি উপাদান। কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ অশিক্ষিত একজন ব্যক্তির পক্ষে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বেশ কষ্টকর। সেক্ষেত্রে মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথমত যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত সেটি হলো সবার জন্য শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিত করা। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দিয়ে যে একটি জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব তা নয়। এজন্য আরো একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে সেটি হলো স্বাস্থ্যসেবা। একজন ব্যক্তি শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়, তাহলে সে মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়া মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য যথাযথ কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের মেধা ও শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়নে শুধু কারিগরি প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, বরং শিক্ষা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সেবাসহ ইত্যাদির মাধ্যমে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়।

প্রশ্ন ▶৫ আরমান একটি মৎস্য খামার তৈরি করে। সেখান থেকে উৎপাদিত মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। এই অর্থ দিয়ে তার সংসার চালায়। অন্যদিকে, আরমানের বড় ভাই কামাল বিদেশে চাকরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এই অর্জিত অর্থ দিয়ে দেশে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। *[কু. বো. '১৭]*

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মাথাপিছু আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরমান-এর কাজ জাতীয় আয়ের কোন উৎসের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে আরমান ও কামালের কাজের অবদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ আরমান এর কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে অনেক খাত রয়েছে। এর মধ্যে মৎস্য খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ নদী অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে আহরিত মাছ ও মৎস্য জাতীয় সম্পদ মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে মৎস্যখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশায় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ৩৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

উদ্দীপকের আরমান একটি মৎস্য খামার তৈরি করেন। সেখান থেকে উৎপাদিত মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। আরমানের মাছ উৎপাদন করা কাজটি জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই বলা যায়, আরমানের কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আরমানের কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত এবং কামালের কাজ শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে আহরিত মাছ মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। আরমান একটি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করে মাছ উৎপাদন করেন যা জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে মৎস্যখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশায় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ৩৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

অপরদিকে কামালের কাজটি জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক শিল্প, সার, সিমেন্ট, কাগজ, খনিজ সম্পদ, নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ১৯.৫৪ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৯২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

উপর্যুক্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় খাতই জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জাতীয় আয়ে মৎস্য খাতের চেয়ে শিল্পখাতের অবদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶৬ ঘটনা-১: রফিকের বাড়ি রংপুরে। তাদের একটি আম বাগান আছে। আম বিক্রি করে তারা প্রচুর লাভ করে।

ঘটনা-২: বাদল ১০ বছর বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি একটি মুরগির ফার্ম করেন। এতে এলাকার কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়। *[সি. বো. '১৭]*

ক. GDP এর পূর্ণ রূপ কী? ১

খ. কীভাবে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাদলের কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাতীয় উৎপাদনে রফিক ও বাদলের আয়ের অবদান কতটুকু? তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GDP এর পূর্ণ রূপ হলো Gross Domestic Product।

https://teachingbd24.com

খ জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের প্রধান উপায় হলো জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ উদ্দীপকে বাদলের কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষিখাতের প্রাণিসম্পদ উপখাতের অন্তর্গত।

গৃহে ও খামার পালিত নানা জাতীয় পশু-পাখি নিয়েই বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উপখাত গঠিত। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতর প্রভৃতি এদেশের প্রাণিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ পরিবহণ, জ্বালানি সরবরাহ, আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর দেশের জিডিপি এর ছিল ১.৬০% এবং ২০১৭-১৮ তে শতকরা ১.৫৪ ভাগ এ উপখাতের অবদান।

উদ্দীপকের বাদল ১০ বছর বিদেশে কর্মরত ছিলেন এবং দেশে এসে একটি মুরগির ফার্ম করেন। এতে বেশকিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই বাদলের এই ফার্মটি প্রাণি উপখাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বাদল ও রফিকের কার্যক্রম যথাক্রমে কৃষিখাতের প্রানিসম্পদ উপখাতে এবং কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

২০১৬-১৭ অর্থবছর জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬০%। সার্বিক কৃষিখাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.৩১%। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত এখাতের অবদান ৩৯,৬২৫ কোটি টাকা এবং এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩১%।

অন্যদিকে, কৃষি ও বনজ খাত জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য মোচনে সর্বোপরি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্প এবং কৃষি ও বনজ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপকের বাদল এবং রফিকের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ▶ ৭

চিত্র : A

চিত্র-B

[য. বো. '১৭]

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. মাথাপিছু আয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে 'A' এর কাজ জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে 'A' ও 'B' কর্তৃক আয়ের খাতগুলোর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানবসম্পদ বলা হয়।

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ চিত্রে 'A' এর কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

এককভাবে ধরলে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদানই সর্বাধিক। জাতীয় আয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদন এ খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন এই খাতের অবদান, ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা।

উদ্দীপকের চিত্র 'A' তে দেখা যাচ্ছে একজন কৃষক ফসল ফলাচ্ছেন। সুতরাং বলা যায় চিত্রে 'A' এর কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে 'A' ও 'B' কর্তৃক আয়ের খাতগুলোর অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকে চিত্র 'A' তে কৃষকের ফসল ফলানোর দৃশ্য রয়েছে যা কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করছে। আর চিত্র 'B' তে শিল্প কারখানায় কাজ করার দৃশ্য রয়েছে যা শিল্প খাতকে নির্দেশ করছে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে এ খাত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান খাত হলো কৃষি ও বনজ খাত। এককভাবে ধরলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদানই সর্বাধিক। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ। অন্যদিকে আমাদের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বড় হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ। এভাবে কৃষি ও শিল্পখাত জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে 'A' অর্থাৎ কৃষি ও বনজ খাত এবং 'B' অর্থাৎ শিল্পখাতের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৮ দুই বন্ধুর কথোপকথন:

রনি: মুন্না তুমি কী কর?

মুন্না: আমার গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তা পরিচালনা করছি। এতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে বিদেশে কাজ করছে। রনি তুমি কী করছ?

রনি: আমি মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানিতে চাকরি করছি। আমার পাঠানো অর্থ দিয়ে ছোট ভাই-বোনেরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। *[ব. বো. '১৭]*

ক. GNP-র পূর্ণ রূপ লিখ। ১

Teachingbd24.com

খ. মাথাপিছু আয় কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মুন্নার বক্তব্য মানবসম্পদ উন্নয়নের কোন সূচকটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রনির পাঠানো অর্থের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Product.

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় = $\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ মুন্নার বক্তব্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক শিক্ষাকে নির্দেশ করছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম একটি সূচক হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দক্ষতার সৃষ্টি হয়। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।

উদ্দীপকের মুন্নার বক্তব্যে জানা যায় যে, সে তার গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করছে এবং এতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে বিদেশে কাজ করছে। অর্থাৎ মুন্নার গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় মুন্নার বক্তব্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের শিক্ষাকে নির্দেশ করছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রনির পাঠানো অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে রনির বক্তব্যে জানা যায় সে মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানিতে চাকরি করছে এবং তার পাঠানো অর্থ দিয়ে ছোট ভাই-বোনেরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে রনির পাঠানো অর্থ হলো রেমিটেন্স যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকের স্বদেশে প্রেরিত অর্থ হলো রেমিটেন্স। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীদের প্রেরিত অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মিটায় না, কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানই বাড়াচ্ছে না, বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে না পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকের রনি বিদেশে কর্মরত এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিট্যান্সের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৯ শ্রেণিতে পাঠদানকালে শিক্ষক বলেন, "মানুষ তখনই সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে কোনো খাতে অবদান রাখে তারাই দেশের জনসম্পদ।" তিনি আরো বলেন, "অদক্ষ মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়।" *[চা. বো. '১৬]*

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. জাতীয় আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদটি দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো– Gross National Product.

খ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবাসমূহের মোট মূল্যমানকে ঐ দেশের জাতীয় আয় বলে।

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করে হিসাব করা হয়। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো- কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, নির্মাণ শিল্প, পাইকারী ও খুচরা বিপণন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। এ সকল খাতের এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিই হলো কোনো একটি দেশের জাতীয় আয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদানকালে দেশের জনসম্পদের কথা বলেন। জনসম্পদের কথা বলতে গিয়ে তিনি মূলত মানবসম্পদের কথা বলেছেন, যা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে কোনো খাতে অবদান রাখে তাদেরকে দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। মানব সম্পদের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠে। দক্ষ জনশক্তি তাদের কর্মের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে থাকে। এতে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন হয়ে থাকে। দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, একজন কৃষক যখন দক্ষ কৃষকে পরিণত হবে তখন সে গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করবে না বরং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবে। এতে দেশের কৃষি খাতের অবদান বাড়বে, দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, দেশের উন্নয়ন ঘটবে এমন যতগুলো খাত আছে তার প্রতিটিতেই যদি দক্ষ জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ করা যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন ঘটবে বলে আমি মনে করি। এ ভাবেই মানব সম্পদ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটি ছিল, 'অদক্ষ মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়'। শিক্ষকের বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষা অদক্ষ মানুষকেও মানব সম্পদে রূপান্তর করতে পারে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ সচেতন ও দক্ষ হয়ে উঠে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তার নিজের ও তার পরিবারের উন্নয়নে যেমন ভূমিকা পালন করে তেমনি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। এজন্য সাধারণ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা।

দক্ষ জনগোষ্ঠী দেশের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্যও ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ দেশে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের বাইরেও চাকরি গ্রহণ করার সুযোগ পেতে পারে। বর্তমানে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবাসে কাজ করছে। বিদেশে উপার্জিত অর্থ তারা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পাঠাচ্ছে। প্রবাসীদের প্রেরিত এই অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রেমিটেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিক্ষকের বক্তব্যটি যথার্থ ও যুগোপযোগী ছিল। কারণ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই অদক্ষ মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১০ রাকিব পড়াশোনা শেষে চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুর চলে যায়। সে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠায়, যা পরিবারের খরচ বহন করার পর দেশের উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। *[কু. বো. '১৬]*

ক. GDP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাকিবের সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো অর্থের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাকিবের গৃহীত পদক্ষেপটি কি একমাত্র উপায়? মতামত দাও। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GDP-এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product বা মোট দেশজ উৎপাদন।

খ বাংলাদেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন বাড়লে নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব পড়বে। ফলে দারিদ্র্যের হার কমে আসবে; মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে তা প্রবৃদ্ধির সূচকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

গ সিঙ্গাপুর থেকে রাকিবের পাঠানো অর্থ হলো প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স (Remittance)।

বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। প্রবাসী শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠান। এই অর্থ পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি করছে। এছাড়াও রেমিটেন্স বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার ফলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বড় অংশ আসে রেমিটেন্স থেকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে ২০০৮ সালে বিশ্বে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম।

উদ্দীপকের রাকিব একজন প্রবাসী। বাংলাদেশে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি নিয়ে তিনি সিঙ্গাপুরে যান। প্রতিমাসে রাকিব দেশে যে টাকা পাঠান তাই রেমিটেন্স। এই অর্থ তার পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও অবদান রাখে।

ঘ পড়াশোনা শেষ করার পর রাকিবের বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় নয়, বরং মানবসম্পদ উন্নয়নের আরও বহুবিধ উপায় রয়েছে।

যে সমস্ত নাগরিক শ্রম ও মেধা ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যেকোনো খাতের উন্নয়নে অবদান রাখেন তাদেরকেই দেশের মানবসম্পদ (Human resource) বলা হয়। সাধারণত অদক্ষ জনগণকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। এছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। তবে উদ্দীপকে রাকিবের ক্ষেত্রে শুধু কর্মসংস্থানের কথা ফুটে উঠলেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার অভাবে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী-অসচেতন ও অদক্ষ রয়ে যায়। ফলে তারা যেমন নিজের ও পরিবারের উন্নতি করতে পারে না, তেমনি সমাজ বা দেশের অগ্রগতিতেও অবদান রাখতে পারে না। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য করা উচিত। এছাড়া কর্মমুখী ও ব্যবহারপযোগী শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, নারী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা বৃদ্ধি, আর্থিক সহযোগিতা ও উপবৃত্তির সুযোগ প্রভৃতি দক্ষ মানব শক্তি প্রস্তুত করতে পারে। সেই সাথে দেশের লাখ লাখ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন ধরনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে সরকার ও সমাজকে উদ্যোগী হয়ে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাকিবের গৃহীত পদক্ষেপটি একমাত্র উপায় নয়। এ উপায় ছাড়াও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ প্রয়োগ করে রাকিবের মতো যুবকদের দক্ষ করে তোলা এবং দেশেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব হাসনাত সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি তার এলাকার বেকার তরুণ-তরুণীদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি বেকার তরুণ-তরুণীদেরকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। *[য. বো. '১৬]*

ক. PCI এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব হাসনাত সাহেব তার এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোন কৌশলটি গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব হাসনাত সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপটি মানবসম্পদ উন্নয়নে একমাত্র কৌশল নয়।" এ ব্যাপারে তোমার নিজস্ব মতামত দাও। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক PCI এর পূর্ণরূপ হলো— Per Capita Income অর্থাৎ জনগণের মাথাপিছু আয়।

খ যে সকল মানুষ তাদের মেধা বা শ্রম দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, তাদেরকে মানবসম্পদ বলা হয়।

মানুষ তখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। যেমন— কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে, আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন কোনো সম্পদ উদ্ভাবনে কাজ করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে কোনো খাতে অবদান রাখে, তাদেরকে দেশের মানবসম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব হাসনাত সাহেব তার এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণের কৌশলটি গ্রহণ করেছেন।

যে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষ দক্ষতা অর্জন করে এবং সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হয় তাকেই কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ বলে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় চাকরির ক্ষেত্র প্রসারিত নয়। আর তাই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অনেক সময় বেকার জীবনযাপন করতে হয় যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করে। এজন্য শুধু সাধারণ শিক্ষার ওপর নির্ভর না করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কারিগরি প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসা উচিত।

উদ্দীপকে জনাব হাসনাত সাহেবের কার্যক্রমে আমরা বেকার তরুণ-তরুণীদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি পদক্ষেপ দেখতে পাই। সেখানে তিনি বেকার জনগোষ্ঠীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছেন। তার এ উদ্যোগটি যুব উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বেকার তরুণ তরুণীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং বলা যায়, জনাব হাসনাতের উদ্যোগটি মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি কার্যকর কৌশল।

Teachingbd24.com

ঘ বেকার জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে জনাব হাসনাতের গৃহীত পদক্ষেপটি একমাত্র কৌশল নয় বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তি অর্থাৎ মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে একটি সুচিন্তিত মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা উচিত। নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে রাষ্ট্র ও সমাজকে উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপটি তথা কারিগরি প্রশিক্ষণ বাদে আর যে উপায়গুলো অবলম্বন করা যায় তা হলো— মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো, যেমন: মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ, কাবিখা কর্মসূচি প্রভৃতি দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা। সেই সাথে দেশের যেসব অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। আবার নারী, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী, দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের জন্য আর্থিক সহযোগিতা ও উপবৃত্তির সুযোগও বৃদ্ধি করা উচিত। অন্যদিকে, শ্রম ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমেও মানবসম্পদ উন্নয়ন করা যায়। যেমন— প্রতিবছর আমাদের দেশের অনেক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক কাজের জন্য বিদেশে যায়। তারা অন্য দেশের কর্মীদের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জন করছে এবং দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে। এভাবে তারা নিজ দেশের আর্থিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রটিকে আরও গুরুত্ব প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কেবল কারিগরি প্রশিক্ষণই নয়, উপরে উল্লিখিত কৌশল গ্রহণ করে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ স্বল্প শিক্ষিত মাসুদ কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যায়। দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে সে একটা শিল্প কারখানা গড়ে তোলে।

[সি. বো. '১৬]/[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. GNP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মাসুদ কোন উপায়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হলো? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মাসুদের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Product বা মোট জাতীয় উৎপাদন।

খ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে।

বিভিন্ন দেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায় যা কেবল তাদের প্রয়োজন মেটানো ও জীবনধারণের মান বাড়ায় না, বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ মাসুদ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হলো।

যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ বিভিন্ন খাতে অবদান রাখেন তাদেরকে মানবসম্পদ বলা হয়। অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন পেশায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এর ফলে তারা যে কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং বিদেশে চাকরি করে তাদের বেকারত্ব দূর করতে পারবে। এছাড়াও পরিবার ও দেশের উন্নতিতে সফল ভূমিকা পালন করতে পারবে। উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুদ স্বল্প শিক্ষিত হলেও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। পরে সে দেশে ফিরে শিল্প কারখানা গড়ে তোলে। ফলে মাসুদ দেশের বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ঘ মাসুদের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে মাসুদ স্বল্প শিক্ষিত হলেও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। পরবর্তীতে দেশে ফিরে সে শিল্প কারখানা গড়ে তোলে, যা বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

মাসুদের মতো লাখ লাখ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৫৯ লাখ মানুষ কর্মরত ছিল। বিদেশে কর্মরত এইসব শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ দেশে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ শুধুমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না, জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এ অর্থের দ্বারা দেশে বিভিন্ন কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গার্মেন্টস গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে দেশের দক্ষ অদক্ষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবকেরা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন। এভাবে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যমে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩

চিত্র: জাতীয় আয়ের দুটি খাত

[রা. বো.; দি. বো. '১৬]

ক. GNP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে জনাব 'A' ব্যক্তির কাজ জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে জনাব 'A' ও 'B' এর খাতের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP এর পূর্ণরূপ হলো— Gross National Product।

খ ১১নং সৃজনশীল প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ চিত্রে জনাব 'A' ব্যক্তির কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে একটি অন্যতম খাত হলো মৎস্য খাত। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির

Teachingbd24.com

পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণের কাজে নিয়োজিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা।

চিত্রে জনাব 'A' নদী থেকে মাছ আহরণ করছেন। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তার এই কাজটি মৎস্য খাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ চিত্রে জনাব 'A' ও জনাব 'B' ব্যক্তির কার্যক্রম যথাক্রমে মৎস্য এবং কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৬ ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনে শতকরা ১৪.৭৩ ভাগ। জাতীয় রপ্তানি আয়ে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৩.৬৫ ভাগ। আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ আসে মাছ থেকে। এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে প্রায় ১৩ লাখ শ্রমিক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত আছে। সর্বোপরি ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি হার ৬.১৯ শতাংশ।

অন্যদিকে, কৃষি ও বনজ খাত জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বোপরি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য এবং কৃষি ও বনজ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় চিত্রের 'A' এবং 'B' এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ প্রবাসী সেলিমের বিদেশ থেকে পাঠানো টাকায় তার পরিবার বেশ সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করত। হঠাৎ অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে তার চাকরি চলে যায়। তাই সে দেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। দেশে এসে সে বসে থাকেনি। গ্রামের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মৎস্য খামার গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি পতিত জমিতে নানা রকম বনজ ও ফলজ গাছও লাগাচ্ছে। *[রা. বো. '১৫]*

ক. GNP- এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সেলিম ও তার বন্ধুদের কাজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির কোন খাতকে ইঙ্গিত করেছে? তার অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রবাসী সেলিমের মতো অন্যান্যদের পাঠানো অর্থের কারণেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েনি'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP- এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Product.

খ সমাজ বা রাষ্ট্রে কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন নতুন সম্পদ উদ্ভাবন কিংবা তাতে সহায়তা করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে-কোনো খাতে অবদান রাখে তাদেরকেই মানব সম্পদ বলা হয়।

গ সেলিম ও তার বন্ধুর কাজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য এবং কৃষি ও বনজ খাতকে ইঙ্গিত করছে।

সেলিম গ্রামের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মৎস্য খামার গড়ে তুলেছে যা মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তারা পতিত জমিতে নানা রকম বনজ ও ফলদ গাছ লাগাচ্ছে যা কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এ দুটি খাতের অবদান নিম্নরূপ-

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। আর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ছিল ১,৫৩,১৪৬ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ছিল ৩.৬৫ শতাংশ।

ঘ প্রবাসী সেলিমের মতো অন্যান্যদের পাঠানো অর্থের কারণেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েনি।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নত হয়। বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ফাহিম, নাইম ও মহিম তিন ভাই। ফাহিম বাবার রেখে যাওয়া বিশাল আম বাগানে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। নাইম, ছোট ভাই মহিমের বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দিয়ে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেছে। যেখানে কাঁচামালের বেশির ভাগই আসে নিজস্ব খামার থেকে। *[চ. বো. '১৫]*

ক. কর্ণফুলী কাগজের কলে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল কী? ১

খ. কোনো দেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বর্ণনা করো। ২

গ. নাইমের কর্মকাণ্ড জাতীয় আয়ের যে খাতের অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মহিমের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর কীভাবে ভূমিকা রাখছে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কর্ণফুলী কাগজের কলে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে বাঁশ ও বেত।

খ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। কেননা দেশে উৎপাদন বাড়লে জনগণের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব পড়বে। দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এর সঙ্গে যদি আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহলে প্রবৃদ্ধির সূচকে আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

গ নাইমের কর্মকাণ্ড জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প খাত দেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের সকল শিল্প-কারখানা এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বড় হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩১.৫৪ শতাংশ।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, নাইম ছোট ভাই মহিমের বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দিয়ে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেছে। আর এ কারখানার কাঁচামালের বেশির ভাগই আসে নিজস্ব খামার থেকে। নাইমের এ কারখানা স্থাপন জাতীয় অর্থনীতির শিল্পখাতকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, নাইমের কর্মকাণ্ড শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ মহিমের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রেমিটেন্স বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে।

বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এ অর্থ তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও এসকল অর্থ নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় তরান্বিত আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৮৭২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কেবল তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানই পরিবর্তন করছে না বরং ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান তৈরিতেও সহায়ক হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স বিভিন্নতা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ দরিদ্র আশরাফ আলীর দুই ছেলের নাম শামীম ও সাজু। শামীম বিশ্ববিদালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে একটি সিরামিক কোম্পানিতে চাকুরি নেয়। অন্যদিকে সাজু কাজের সন্ধানে সিঙ্গাপুর যায়। সিঙ্গাপুর থেকে সাজুর পাঠানো টাকায় আশরাফ আলীর পরিবারের সচ্ছলতা আসে তেমনি কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছে। সাত বছর পরে সাজু বড় অংকের টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসে এবং দুই ভাই একত্রে এবি সিরামিক নামে একটি কারখানা গড়ে তোলে। এতে এলাকার অনেকের কর্মসংস্থান হয়। *[বি. বো. '১৫]*

ক. শিক্ষা কোন ধরনের অধিকার? ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সিঙ্গাপুর থেকে সাজুর পাঠানো অর্থের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাজুর প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নম্বর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সিঙ্গাপুর থেকে সাজুর প্রেরিত অর্থ হলো রেমিটেন্স।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, মিসর, লিবিয়া, মরক্কোসহ অনেক দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক ও পেশাজীবীরা কাজ করছেন। একইভাবে নিকট ও দূরপ্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বহু মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতেও বহু বাংলাদেশি চাকরি ও ব্যবসাসহ নানা ধরনের কাজ করছেন। বিদেশে কর্মরত এসব শ্রমিক ও পেশাজীবীরা ব্যাংকের মাধ্যমে এদেশে যে অর্থ প্রেরণ করছেন সে অর্থকেই বলা হয় রেমিটেন্স। উদ্দীপকের সাজু সিঙ্গাপুর গিয়ে কর্মের সন্ধান পায় এবং সাত বছরে সে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করে। সিঙ্গাপুর থেকে সাজুর প্রেরিত এ অর্থ হলো রেমিটেন্স।

ঘ সাজুর সিঙ্গাপুর থেকে প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্স। এদেশের বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্ম-সংস্থান তৈরি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৫৯ লাখ মানুষ কর্মরত ছিলেন। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯,৬৮৯ কোটি মার্কিন ডলার। এ সময় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিল ২য়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়ে নি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। সিঙ্গাপুরে কর্মরত সাজু তার অর্জিত অর্থের একটা বড় অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পাঠায়। তার প্রেরিত এ অর্থ কেবল তার পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানই বাড়াচ্ছে না বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সাজুর মতো আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ বিদেশে কর্মরত আছে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা সেসব দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে ও তার একটি অংশ নিয়মিত দেশে পাঠাচ্ছে। এভাবে তারা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর:

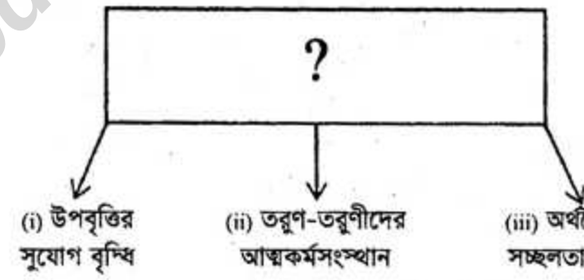

[দি. বো. '১৫]

ক. PCI-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. '?' স্থানে উন্নয়নে (iii)-নং উপায়টির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত ব্যবস্থায় (iii) নং অপেক্ষা (i) নং উপায়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ'- বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক PCI-এর পূর্ণরূপ হলো Per Capita Income।

খ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিট্যান্স বলে।

বিদেশে কর্মরত দেশি শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। প্রেরিত এ অর্থই হলো রেমিট্যান্স। এ অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে।

গ '?' চিহ্নিত স্থানে মানবসম্পদ উন্নয়নের তৃতীয় উপায় 'শ্রম ও কর্মসংস্থান'-কে বুঝানো হয়েছে।

মানুষ যখন রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য কিছু করতে পারে তখন তাকে মানব সম্পদ বলে। শ্রম বা মেধা দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তির অবদানই হলো মানব সম্পদের অবদান। মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত

Teachingbd24.com

করার তিনটি উপায় রয়েছে (i) শিক্ষা (ii) যুব উন্নয়ন (iii) শ্রম ও কর্মসংস্থান। শিক্ষার অভাবে মানুষ অদক্ষ থেকেই যায়। ফলে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারে না। আবার অধিক সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম উপযোগী করাও আবশ্যক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণী বা যুব সম্প্রদায় তখন কাজ না পেলেও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারে। দেশে ও দেশের বাইরে শ্রমের যথাযথ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়ন করা সম্ভব। এ কথা দ্বারা এটাই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্র তার দক্ষ ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এতে শ্রমিকরা উৎপাদন যেমন করবে তেমনি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে।

উদ্দীপকে (iii) নং উপায়টি শ্রম ও কর্মসংস্থান কেননা শ্রমিকদের শ্রম প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই দেশের ভিতরে বা দেশের বাইরে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

ঘ উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়নে (iii) নং উপায়টি অর্থাৎ শ্রম ও কর্মসংস্থান অপেক্ষা (i) নং উপায় অর্থাৎ শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(i) নং উপায় 'শিক্ষা' মানুষের জন্মগত অধিকার। অথচ আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবে মানুষ অসচেতন ও অদক্ষ হয়। অথচ মানব সম্পদ উন্নয়নে দক্ষ শ্রমিকের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই জনগণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি নারী ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর আগ্রহ তৈরিতে উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতাও দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে (iii) নং উপায়টি হলো 'শ্রম ও কর্মসংস্থান'। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের দক্ষ করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আবার দক্ষ লোকদের জন্য কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে শিক্ষার ভূমিকা অনেক। দেশে ও বিদেশে শ্রমিকদের কাজ করানোর জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের অবদান অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক বেশি। আর প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকাকে অন্য দুটি উপায় "যুব উন্নয়ন" ও "শ্রম ও কর্মসংস্থান" অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। শিক্ষার প্রসার ঘটলেই অন্য দুইটি উপায় ও কার্যকরী হতে সহজ হবে। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রইছ মিয়া তার পৈতৃক জায়গায় উৎপাদিত দ্রব্যে কোনোমতে সংসার চালায়। তার একমাত্র ছেলে পড়ালেখা শেষে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলে। এতে এলাকার অনেকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। *কু. বো. '১৫]*

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রইছ মিয়ার কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রইছ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

খ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

বিদেশে কর্মরত দেশি শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। প্রেরিত এ অর্থই হলো রেমিট্যান্স। এ অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে।

গ রইছ মিয়ার কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করে।

খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ হলো কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। রইছ মিয়া তার পৈতৃক জায়গায় উৎপাদিত দ্রব্যে কোনোমতে সংসার চালায়। অর্থাৎ রইছ মিয়া তার পৈতৃক জমিতে খাদ্যশস্য, শাকসবজি প্রভৃতি চাষ করে এবং তা বিক্রি করে সংসার চালায়। যেহেতু খাদ্যশস্য, শাকসবজি বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু রইছ মিয়ার কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি ও বনজ খাতকেই নির্দেশ করে।

ঘ রইছ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রইছ মিয়ার ছেলে পড়ালেখা শেষ করে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলে। এতে তার এলাকার অনেক মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে রইছ মিয়ার ছেলের পাশাপাশি এর সাথে যুক্ত জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে। আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। তাদের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে আরও অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। যার ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। রইছ মিয়ার ছেলে এবং তার পোল্ট্রি ফার্মের সঙ্গে জড়িতদের আয় প্রবৃদ্ধির সূচকে অবদান রাখবে।

সুতরাং বলা যায়, রইছ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রাকিবের বাবা একজন গরিব কৃষক। তার আরও দুইটি ভাই ও তিন বোন রয়েছে। রাকিবের বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তার বাবা পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। রাকিব আর্থিক সমস্যা দূর করতে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে রাকিব মালয়েশিয়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে। মালয়েশিয়ায় গিয়ে রাকিব পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে শুরু করে এবং এতে তার পরিবারের সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। *[পাবনা ক্যাডেট কলেজ]*

ক. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল? ১

খ. GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো। ২

গ. রাকিবের পরিবারে তার প্রেরিত অর্থের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাকিবের প্রেরিত অর্থের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন।

খ GDP ও GNP এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সব দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)। অপরদিকে একটি দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)। দেশি নাগরিকরা বিদেশে কাজ করে যে টাকা দেশে পাঠান GDP

https://teachingbd24.com

তে তা অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু GNP তে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার, GDP তে দেশে থাকা বিদেশি নাগরিকদের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসাব করা হয়। কিন্তু, GNP তে বিদেশি নাগরিকদের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

গ উদ্দীপকে রাকিবের পরিবারে তার প্রেরিত অর্থ রেমিটেন্স নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৯ লক্ষ কর্মরত ছিলেন। ২০০৯ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম। রেমিটেন্সের কারণে বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ বড় ধরনের কোনো সংকটে পড়েনি। রেমিটেন্সের মাধ্যমে তাদের নিজেদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটে। আবার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। এতে বেকার সমস্যাও কমছে। আবার, তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়েছে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাকিব ও তার পরিবার অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। রাকিবের বিদেশে যাওয়া এবং সেখান থেকে প্রেরিত অর্থ তার পরিবারের অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে। তাই বলা যায় যে, রাকিবের প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ, রেমিটেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকের রাকিবের মতো প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৮-০৯ সালে অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিয়িন মার্কিন ডলার। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে।

সুতরাং, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্সের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২০ মাহিন ও সিফাত দুই বন্ধু। স্নাতক শেষ করার পর তারা গ্রামে ফিরে আসে। তারা প্রচলিত কোনো চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা পোল্ট্রি ফার্ম ও মাছ চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তারপর প্রশিক্ষণের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা দুইটি পোল্ট্রি ও মাছের খামার স্থাপন করে। তাদের খামারে গ্রামের অনেক গরিব লোকের কর্মসংস্থান হয়। মাহিন ও সিফাত এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

[পাবনা ক্যাডেট কলেজ]

ক. মোট জাতীয় আয়-এর সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমাদের দেশের মানব সম্পদের অবস্থায় উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক, বছরে কোনো দেশের পাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির উপর সে দেশের মোট শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যকে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়টির মিল রয়েছে।

শ্রম শক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। দেশের কৃষি, শিল্প বা সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করেন তারা নিজেদের শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করেন। আর প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাহিন ও সিফাত দুই বন্ধু উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পোল্ট্রি ও মাছের খামার প্রতিষ্ঠা করে সফল হয়েছে। মাহিন ও সিফাত মূলত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ আমাদের দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, পর্যাপ্ত সরবরাহ খাদ্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রম শক্তিসম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। আর প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, খাদ্য সংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়।

শিক্ষা অদক্ষ মানুষকেও মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ সচেতন ও দক্ষ হয়ে উঠে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তার নিজের ও তার পরিবারের উন্নয়নে যেমন ভূমিকা পালন করে তেমনি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। এজন্য সাধারণ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা।

শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এতে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে যা মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, সুচিকিৎসা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ জনগণকে গৃহহীন, অভুক্ত এবং রুগ্ন রেখে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা যায় না। সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে হলে জনগণকে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বেকার জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উল্লেখিত কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে সহজেই আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২১ জনাব মোসলেম ফরিদপুর জেলার একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। তার দুইটি ঔষধ কোম্পানি রয়েছে। দেশের চাহিদা পূরণের পর বর্তমানে কিছু ঔষধ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। তার ছোট ভাই মানিক কাতারে একটি খামারে কাজ করে। প্রতিমাসে সে পরিবারের কাছে বড় অংকের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়। *[বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]*

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'মানব উন্নয়ন সূচক' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মোসলেম এর কাজ আমাদের জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মানিকের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Product.

খ কোনো একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান কেমন তা বোঝার জন্য যে সকল নির্ধারক তথ্য প্রয়োজন তাদেরকে মানব উন্নয়নের সূচক বলা হয়।

প্রকৃত বিচারে একটি দেশের মানুষ কেমন আছে তা জানার জন্য 'মানব উন্নয়ন সূচক' ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, সামাজিক অসমতা, প্রসবকালীন মৃত্যুর হার, বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যের হার, শিক্ষার হার, বাল্যবিবাহের হার প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য মানব উন্নয়ন সূচক।

গ জনাব মোসলেম এর কাজ আমাদের জাতীয় আয়ের শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অনেক উৎস বা খাতের মধ্যে শিল্পখাত একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পখাতের মধ্যে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, বিদ্যুৎ ও গ্যাস শিল্প প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় উৎপাদন ও আয়ে শিল্পখাতের অবদান অনেক বেশি।

উদ্দীপকের ফরিদপুর জেলার বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব সোমলেম এর দুইটি ওষুধ কোম্পানি রয়েছে। তার ওষুধ কোম্পানি দেশে ওষুধের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ওষুধ শিল্প বাংলাদেশে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জনাব মোসলেম এর কাজ আমাদের জাতীয় আয়ের শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব মানিকের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স বলে। উদ্দীপকের জনাব মানিক একজন কাতার প্রবাসী শ্রমিক। সুতরাং সে প্রতিমাসে যে বৈদেশিক মুদ্রা কাতার থেকে দেশে প্রেরণ করে তাকে রেমিটেন্স বলে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানিকের পাঠানো রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাংলাদেশের মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ২০১০ সালের হিসাব মতে বিদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রবাসী মানিকের প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶২২ অর্থনীতিবিদরা বলেন, "বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রথমে মানব সম্পদ উন্নয়ন আবশ্যক।" 'A' হলো একটি নির্দেশক যা মানুষকে জনসম্পদে পরিণত করার প্রধান উপায়। 'B' হলো আরেকটি নির্দেশক যার মাধ্যমে মানুষকে দক্ষ ও কর্মক্ষম করে তোলা যায়। *[সিলেট ক্যাডেট কলেজ]*

ক. GNP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মাথাপিছু আয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রথমে মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন নির্দেশককে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত দুইটি নির্দেশকের মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর? তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Product.

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}।$$

গ উদ্দীপকে প্রথমে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নির্দেশক হিসেবে শিক্ষাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানুষ তখনই রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয় যখন সে কিছু করতে পারে। অর্থাৎ শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানবসম্পদ বলা হয়। আর প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। শিক্ষার প্রসার জ্ঞানভিত্তিক সচেতন ও দক্ষ সমাজ গড়ে তোলে। কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার প্রসার এবং তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে একটি দেশের জনসংখ্যাকে সহজেই মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য 'A' নির্দেশক দ্বারা শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশক 'A' দ্বারা শিক্ষাকে এবং নির্দেশক 'B' দ্বারা প্রশিক্ষণকে বোঝানো হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত দুইটি নির্দেশকের মধ্যে শিক্ষাকে আমি বেশি কার্যকর মনে করি।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানব সম্পদের উন্নয়ন। আর প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান মানব সম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, দেশের জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করে।

আবার শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমও মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এ দুটি নির্দেশকের মধ্যে শিক্ষা বেশি কার্যকর। কেননা শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়ন ঘটিয়ে সচেতন করে তোলে। আর শিক্ষিত মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহজেই দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা যায়।

তাই বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দুইটি নির্দেশকের মধ্যে শিক্ষা সবচাইতে বেশি কার্যকর।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৩ 'ক' দেশে আভ্যন্তরীণ বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ২০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। ঐ বছর দেশটির প্রবাসী নাগরিকদের পাঠানো রেমিটেন্স ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি। প্রবাসীদের এই রেমিটেন্স জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কত? ১

খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয়সহ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৭১.৬ বছর।

খ জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের প্রধান উপায় হলো জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে হলে মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশটির মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে।

একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যোগফলকে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণর জীবনযাত্রার মান তত বেশি উন্নত। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির ক্ষেত্রে দেখা যায়- মোট জাতীয় উৎপাদন = ১০০০০ + ৫০০০ মার্কিন ডলার ১৫০০০ মার্কিন ডলার

জনসংখ্যা = ১৫ কোটি

$$\therefore \text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$$

$$= \frac{\text{১৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১৫ কোটি}}$$

= ১০০০ মার্কিন ডলার।

ঘ প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-উক্তিটি যথার্থ।

প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থই হলো রেমিটেন্স বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মিটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দেশের অর্থনীতিতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের গুরুত্ব অপরীসিম। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ হচ্ছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি স্বত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে না পড়ার অন্যতম কারণ হলো প্রবাসীদে পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। এইা বিপুল পরিমাণ অর্থ জনগণের জীবনযাত্রার পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরিতেও সহায়ক হচ্ছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ কেউ কেউ কৃষিক্ষেত্রে বিনিযোগ করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। কেউ আবার এ অর্থ দিয়ে শিল্পকারখানা গড়ে তুলছে। এর মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আবার কেউ কেউ কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ লালমিয়া মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে শ্রমিকের কাজ করে। প্রতি মাসে তার পরিবারকে সে বেশ কিছু টাকা পাঠায়। অন্যদিকে লালমিয়ার স্ত্রী ফরিদা তার পাঠানো টাকা থেকে বাড়ির পরিত্যক্ত জমিতে শাকসবজি চাষ করে ও গাছ লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করে পরিবারে আরো বেশি সচ্ছলতা এনেছে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. দেশজ উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লালমিয়ার পাঠানো অর্থকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফরিদা যে খাতটি থেকে অর্থ উপার্জন করেছে তা 'বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করছে' — উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে বসবাসকারী সব জনগণের মাধ্যমে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$$

গ লালমিয়ার পাঠানো অর্থকে অর্থনীতির ভাষায় রেমিটেন্স বলে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। একে অর্থনীতির ভাষায় রেমিটেন্স বলা হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে লালমিয়া মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে শ্রমিকের কাজ করে প্রতি মাসে তার পরিবারকে টাকা পাঠায়। লালমিয়ার মতো বাংলাদেশের বহু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, মিসর, লিবিয়াসহ অনেক দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক ও পেশাজীবীরা কাজ করছেন। একইভাবে নিকট ও দূরপ্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বহু মানুষ নানা ধরনের পেশায় নিয়োজিত আছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতেও বহু বাংলাদেশি চাকরি ও ব্যবসাসহ নানা ধরনের কাজ করছেন। বিদেশে কর্মরত এসব শ্রমিক ও পেশাজীবীরা ব্যাংকের মাধ্যমে এদেশে যে অর্থ প্রেরণ করছেন সে অর্থকেই বলা হয় রেমিটেন্স। সুতরাং লালমিয়ার প্রেরিত অর্থ হল রেমিটেন্স।

ঘ উদ্দীপকের ফরিদার অর্থ উপার্জনের খাতটি অর্থাৎ কৃষি 'বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করছে।'— উক্তিটি পুরোপুরি সঠিক নয়।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও দেশের অর্থনীতি কৃষিখাত থেকে শিল্পখাতমুখী হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে

https://teachingbd24.com

কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। আর একই অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২০.১৭ শতাংশ। এ হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান দ্বিতীয় স্থানে। একসময় জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ৫০ শতাংশেরও বেশি। কিন্তু শিল্পে প্রসারের সাথে সাথে কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমতে শুরু করেছে।

এককভাবে ধরলে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষিখাতেরই অবদান বেশি। কারণ গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্পকে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে দেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কৃষিখাতের অবদান কমছে। তারপরও দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, কৃষি জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও উদ্দীপকের উক্তিটি পুরোপুরি ঠিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ খালেক মিয়া গ্রামে বসবাস করে। তার কিছু জমি আছে। সে জমিতে ফসল চাষ করে। সে ফসলের মাধ্যমে নিজের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে। একদিন টেলিভিশনের মাধ্যমে সে জানতে পারল যে, তার এই সেক্টরের অবদান আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*

ক. রেমিটেন্স কী? ১

খ. GNP কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে খাতের কথা বলা হয়েছে তা কীভাবে আমাদের জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আমাদের জাতীয় উৎপাদনে খালেক মিয়ার খাতসহ অন্যান্য খাতগুলো কী ভূমিকা পালন করছে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

খ GNP বলতে কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনকে বোঝায়।

একটি দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে যে সকল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে। অর্থাৎ একটি দেশের নাগরিক নিজ দেশসহ বিশ্বের যেখানে চাকরি বা ব্যবসা করুক না কেন যখন তাদের অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তখন তা মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাবে বিবেচিত হবে।

গ উদ্দীপকে কৃষি ও বনজ খাতের কথা বলা হয়েছে যা আমাদের জাতীয় আয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। এককভাবে ধরলে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদানই সর্বাধিক। জাতীয় আয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদন এ খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। মোট জাতীয় উৎপাদন এই খাতের অবদান যা ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা।

উদ্দীপকের খালেক মিয়া তার জমিতে ফসল চাষ করে। সে ফসলের মাধ্যমে প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে। একদিন টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পারে জাতীয় উৎপাদনে তার সেক্টরের অবদানই বেশি। এতে বোঝা যায়, উদ্দীপকে কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করছে। আর এ খাতটি আমাদের জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ঘ আমাদের জাতীয় উৎপাদনে খালেক মিয়ার খাত অর্থাৎ কৃষি ও বনজ খাতসহ অন্যান্য খাতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমাদের জাতীয় উৎপাদনে যেসব খাত অবদান রাখছে সেগুলো হলো কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও সেবা প্রভৃতি। এককভাবে ধরলে আমাদের জাতীয় আয়ে কৃষি ও বনজ খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা। কৃষি খাতের পর আমাদের জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবস্থান। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা। তবে দিনে দিনে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার মৎস্য এবং পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যও আমাদের জাতীয় আয়ের অন্যতম খাত। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান যথাক্রমে ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং ২,১৪,৪০৭ কোটি টাকা। এছাড়াও পরিবহন ও যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য ও সেবা খাতও জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই দুই খাতের অবদান ছিল, ১,৬৯,৩৯৭ কোটি টাকা ও ৩৪,৭১৩ কোটি টাকা। এই খাতগুলো আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। ফলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে।

উদ্দীপকে খালেক মিয়া নিজের জমিতে ফসল চাষ করে পরিবারের প্রয়োজন মেটান। তার কর্মকাণ্ডও আমাদের জাতীয় উৎপাদনের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। এ খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতগুলোও উপরোল্লিখিতভাবে আমাদের জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের জাতীয় উৎপাদনে খালেক মিয়ার খাতসহ শিল্প, মৎস্য, খুচরা ও পাইকারি বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৬ রায়হান সাহেব দীর্ঘদিন পর মালয়েশিয়া থেকে গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি লক্ষ করেন গ্রামের কিশোররা স্কুল কলেজে না গিয়ে অলস সময় কাটায়। তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। *[মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*

ক. ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কতছিল? ১

খ. 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পটি কী উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রায়হান সাহেবের নেওয়া উদ্যোগ দেশে যে ধরনের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ কোটি।

খ গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে একটি 'বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনয়নের লক্ষ্যে হতদরিদ্র বিশেষ করে বয়স্ক, দুঃস্থ নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিমসহ গ্রামের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সৃষ্টিতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ মানুষ অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করছে।

Teachingbd24.com

গ রায়হান সাহেবের নেওয়া উদ্যোগ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষই হলো মানবসম্পদ। আর অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও প্রশিক্ষণ, বাসস্থান চিকিৎসা কর্মসংস্থানের প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। আর মানবসম্পদের উন্নয়ন দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

উদ্দীপকের মালয়েশিয়া ফেরত রায়হান সাহেব তার গ্রামের কর্মহীন অলস সময় পার করা কিশোরদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে মানবসম্পদের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে। তাই বলা যায়, রায়হান সাহেবের উদ্যোগ দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

ঘ উদ্দীপকে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি মানবসম্পদ উন্নয়নকে নির্দেশ করে। মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিমাপ করতে মানব উন্নয়নসূচক ব্যবহার করা হয়। নিচে মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হলো—

জনগণের মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, সঞ্চয়ের হার, চিকিৎসা খরচ, বসতির হার, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের খরচ, বেকারের হার, জন্ম ও শিশু মৃত্যুর হার, প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সূচক দ্বারা একটি দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি নির্ণয় করা হয়।

২০০০ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যতার হার ছিল ৪৮.৯%। ২০০৫ সালে তা কমে ৪০% এ নেমে আসে। ২০১০ সালে সেবা আরো কমে ৩১.৫% হয়েছে। Haman Development Report মোতাবেক ২০১৪ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪২তম। যেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ১৪৭তম এবং নেপালের অবস্থান ১৪৫তম। বাংলাদেশের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল যেখানে ৭১.৬ বছর। শিক্ষা প্রাপ্তিতে বাংলাদেশে অসমতার হার ৩৮.৬%, পাকিস্তানে ৪৪.৪% এবং নেপালে এই হার ৪১.৪% লিঙ্গীয় বৈষম্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫ দেশের মধ্যে ১১১তম। বাংলাদেশে অতি দরিদ্রের হার মোট জনসংখ্যার ২১% যেখানে পাকিস্তানে এই হার ২৬.৫% এবং নেপালে ১৮.৬%। আশার কথা হচ্ছে কর্মসংস্থানের হার যেখানে উন্নয়নশীল বিশ্বে ৬০.৭% সেখানে বাংলাদেশে এই হার ৬৭.৮%। তবে আয় ভিত্তিক বৈষম্যের হার পাকিস্তান ও নেপালের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি।

সার্বিকভাবে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের আশাব্যঞ্জক নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রায়হান একজন শিক্ষিত বেকার যুবক। ছোটবেলা থেকেই তার ইচ্ছা সে চাকরি না করে নিজেই কোন ব্যবসা করবে। সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিষয়ে ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে একটি সাইবার ক্যাফে প্রতিষ্ঠা করেছে। দোকান পরিচালনার জন্য সে জনবল নিয়োগ দিয়েছে। তার এ ধরনের কার্যক্রম মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে রায়হানের চাচা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। *[ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. GDP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হানের কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ মানবসম্পদ উন্নয়নের কোন ক্ষেত্র ও উপায়ের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রায়হানের চাচার কার্যক্রম মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GDP-এর পূর্ণরূপ হলো— Gross Domestic Product.

খ বাংলাদেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন বাড়লে নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব পড়বে। ফলে দারিদ্র্যের হার কমে আসবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে তা প্রবৃদ্ধির সূচকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

গ উদ্দীপকে রায়হানের কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপায় প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন। মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অদক্ষ মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। অদক্ষ মানুষকে কোনো উৎপাদনমুখী কাজের প্রশিক্ষণ দিলে সে সেই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। এতে সে কাজ করার সুযোগ পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। উদ্দীপকের রায়হানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

উদ্দীপকের রায়হান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিষয়ে ৩ মাস প্রশিক্ষণ নেয়। এতে সে এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে এবং একটি সাইবার ক্যাফে প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে রায়হান দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। তাই বলা যায়, রায়হানের কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপায় প্রশিক্ষণের অন্তর্গত।

ঘ রায়হানের চাচা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন যা মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দক্ষতা সৃষ্টি করা যায়। আর এক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ দক্ষ হয়ে ওঠে। তাদের চিন্তা, চেতনা ও সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এতে সে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

উদ্দীপকের রায়হানের চাচা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে এলাকার ছেলেমেয়েরা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করবে। তাদের জ্ঞান, চিন্তা, সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে কাজে দক্ষ হয়ে উঠবে। এভাবে তারা রায়হানের চাচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত হবে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রায়হানের চাচার কার্যক্রম অর্থাৎ রায়হানের চাচার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮

চিত্র-১

খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ

চিত্র-২

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ কোন বিষয়টি নির্দেশ করছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? আলোচনা করো। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলাই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন।

খ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবাসমূহের মোট মূল্যমানকে ঐ দেশের জাতীয় আয় বলে।

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করে হিসাব করা হয়। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো- কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, নির্মাণ শিল্প, পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। এ সকল খাতের এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিই হলো কোনো একটি দেশের জাতীয় আয়।

গ চিত্র-১ এ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নির্দেশ করছে।

দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন—

দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বলে আয় কম আবার আয় কম হলে সঞ্চয় হয়। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে দরিদ্ররা দরিদ্রই থেকে যায়।

চিত্র-১ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো যথা— কম কর্মসংস্থান, কম আয়, কম সঞ্চয় ও কম বিনিয়োগ দ্বারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রই ইঙ্গিতকৃত। বাংলাদেশের মানুষ দক্ষ জনসম্পদে পরিণত না হওয়ার কারণ হলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। দারিদ্র্যের কারণে বেশিরভাগ মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও খাদ্যের যোগান দিতে পারে না। ফলে তারা দ্রুত জনশক্তিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারছে না এবং যথারীতি বেকারত্ব বাড়ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে দরিদ্র জনগণ দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় এরা কাজ পায় না। ফলে আয় কম হয়। কম আয়ের কারণে সঞ্চয় করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। ফলে কম বিনিয়োগ হয়। এ জন্য এরা দরিদ্রই থেকে যায়। সুতরাং দরিদ্রের এই চক্রাকার আবর্তের কারণে মানবসম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ঘ চিত্র-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপ বোঝানো হয়েছে।

প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তিসম্পন্ন বা মানবসম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণকে খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। চিত্র-২ এ অনুরূপ বিষয়গুলোই বিদ্যমান।

চিত্র-২ এ উল্লিখিত খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কেননা কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন নতুন সম্পদ উদ্ভাবন করে সহায়তা করে। এ জন্য জনসাধারণকে খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে হবে। শিক্ষা ও কারিগরি খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে। যাতে শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ প্রয়োজনীয় দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে দক্ষ কেউ কাজে অনুপযুক্ত হতে পারেন। এছাড়া দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে। যাতে করে বেকারত্ব ঘুচবে এবং দেশের প্রতিটি মানুষ কাজ পাবে। ফলে যখন দেশের সবাই কাজে নিয়োগ হবে তখন অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন হবে। তাই বলা যায়, চিত্র-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো মানবসম্পদের উন্নয়নকে ইঙ্গিত করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জামাল 'A' দেশের নাগরিক। সে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার উৎপাদিত শস্য দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অপর দিকে কামাল 'B' দেশে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তার প্রেরিত অর্থ পারিবারিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. মানব উন্নয়ন সূচক কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জামালের নির্দেশিত খাত ব্যতীত আর কোন কোন খাত জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? ৩

ঘ. কামাল ও জামাল উভয়ই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান কেমন তা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় নির্ধারক তথ্যই হলো মানব উন্নয়ন সূচক।

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

গ উদ্দীপকে জামালের নির্দেশিত কৃষি ও বনজ খাত ছাড়াও শিল্প, মৎস্য, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, পরিবহন এবং স্বাস্থ্য ও সেবা প্রভৃতি খাত জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান খাত হলো কৃষি ও বনজ খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান ছিল ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা। শিল্পখাত জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান খাত। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এ খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা। এরপর আসে মৎস্যখাত। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান ছিল ৫৩,১৪৫ কোটি টাকা। আবার জাতীয় আয়ে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদানও অনস্বীকার্য। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এ খাতের অবদান ২,১৪,৪০৭ কোটি টাকা। এছাড়াও পরিবহন ও যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য ও সেবা খাতও জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই দুই খাতের অবদান যথাক্রমে ১,৬৯,৩৯৭ কোটি টাকা এবং ৩৪,৭১৩ কোটি টাকা।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে জামাল কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ জামালের নির্দেশিত খাতটি হলো কৃষি ও বনজ খাত। তার এ খাতটি ছাড়াও আমাদের জাতীয় আয়ের উপরে বর্ণিত অন্যান্য খাতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকের কামাল রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে এবং জামাল কৃষি ও বনজ খাতে অবদান রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। বিশ্বমন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অংকের রেমিটেন্স। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে।

অন্যদিকে কৃষি ও বনজ খাত জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষিখাত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল, ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ছিল ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

উদ্দীপকের কামাল 'B' দেশে কাজ করে নিজ দেশে টাকা পাঠায় যা রেমিটেন্স এর অন্তর্ভুক্ত। আর জামাল কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে যা কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের আয় উপরোল্লিখিতভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, কামাল ও জামাল উভয়েই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶৩০ আমান একটি মৎস্য খামার তৈরি করেন। সেখান থেকে উৎপাদিত মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। এই অর্থ দিয়ে তার সংসার চালায়। অন্যদিকে, আমানের বড় ভাই রিয়াজ বিদেশে চাকরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। *[জাদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]*

ক. GDP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মাথাপিছু আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আমান-এর কাজ জাতীয় আয়ের কোন উৎসের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে আমান ও রিয়াজের কাজের অবদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ আমান এর কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে অনেক খাত রয়েছে। এর মধ্যে মৎস্য খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ নদী অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে আহরিত মাছ ও মৎস্য জাতীয় সম্পদ মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে মৎস্যখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশায় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ৩৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

উদ্দীপকের আমান একটি মৎস্য খামার তৈরি করেন। সেখান থেকে উৎপাদিত মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। আরমানের মাছ উৎপাদন করা কাজটি জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই বলা যায়, আরমানের কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আমানের কাজ জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত এবং রিয়াজের কাজ শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে আহরিত মাছ মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। আমান একটি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করে মাছ উৎপাদন করেন যা জাতীয় আয়ের মৎস্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে মৎস্যখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশায় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ৩৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৫৩,১৪৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

অপরদিকে রিয়াজের কাজটি জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক শিল্প, সার, সিমেন্ট, কাগজ, খনিজ সম্পদ, নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ১৯.৫৪ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,১৪,৪০৭ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬১ শতাংশ।

উপর্যুক্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় খাতই জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জাতীয় আয়ে মৎস্য খাতের চেয়ে শিল্পখাতের অবদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶৩১ অধিক জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ। এ জনসংখ্যার কেউ শহরে আর কেউবা গ্রামে বাস করে। গ্রামের মানুষেরা দেশের কল্যাণে কৃষি পেশায় জড়িত। শহরাঞ্চলের মানুষেরা প্রযুক্তি নির্ভর খাতে কাজ করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। ফলে উভয় শ্রেণি পেশার মানুষ জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শহরাঞ্চলের মানুষেরা কোন খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন তা তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উভয় শ্রেণি-পেশার মানুষই অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করেছে।— বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো— Gross National Product.

খ যে সকল মানুষ তাদের মেধা বা শ্রম দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, তাদেরকে মানবসম্পদ বলা হয়।

মানুষ তখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। যেমন— কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে, আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন কোনো সম্পদ উদ্ভাবনে কাজ করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে কোনো খাতে অবদান রাখে, তাদেরকে দেশের মানবসম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শহরাঞ্চলের মানুষেরা শিল্পখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসারের ফলে শিল্পখাত আরও উন্নত ও সহজে উৎপাদনক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে শিল্পখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ছিল ১৯.৫৪ শতাংশ। শিল্পখাতের আওতাভুক্ত খাতগুলো হচ্ছে পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি। যা আজ সবই প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রসারের ফলে শিল্পখাতের মাধ্যমে আরও অধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত এ খাতের অবদান ২,৯২,৮২৮ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ। প্রযুক্তির আরও উন্নয়ন ও শিল্প ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে উন্নয়ন ব্যাপক হারে বাড়তে থাকবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শহরাঞ্চলের মানুষেরা প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পখাতের সাথে জড়িত থেকে বা কাজ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছেন। প্রযুক্তির বিকাশ ও এর প্রয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান আরও বৃদ্ধি পাবে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত উভয় শ্রেণি পেশার মানুষই দেশের কল্যাণের জন্য জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করছে।

গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা অধিকাংশ কৃষি পেশার সাথে যুক্ত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। যা মোট জাতীয় উৎপাদনে ১৪.৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে পোশাক শিল্প, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি শিল্পখাতের অন্তর্গত। যা বর্তমানে পুরোপুরি প্রযুক্তি নির্ভর। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

শিল্পখাতের অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি। উভয় খাতের অবদানই দেশের মঙ্গল বয়ে আনে এবং মোট জাতীয় উৎপাদন ও আয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত উভয় শ্রেণি বলতে কৃষি পেশা ও শিল্পখাতের সাথে যুক্ত গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষকে নির্দেশ করা হয়েছে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই উভয় খাতের অবদানই দেশের জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

অতএব বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য, দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের মানুষের অভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন এ অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ধারা নিম্নরূপ:

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)	
	২০০০-০১	২০১৩-১৪
কৃষি	২৫.০৩	১৬.৫০
শিল্প	২৬.২০	২৯.৫৫
সেবা	৪৮.৭৭	৫৩.৯৫

[গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]

ক. মানব উন্নয়ন সূচক কী? ১

খ. 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১৩-১৪ সালে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কৃষি নির্ভর নয়'- উদ্দীপকের ভিত্তিতে বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের মানুষ প্রকৃত জীবনযাত্রার মান জানার জন্য যে সূচকগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে মানব উন্নয়ন সূচক বলা হয়।

খ প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকে দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। দেশের সকল মানুষকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলাই মানব সম্পদ উন্নয়ন।

গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রধান খাতসমূহ দণ্ডচিত্রে দেখানো হলো-

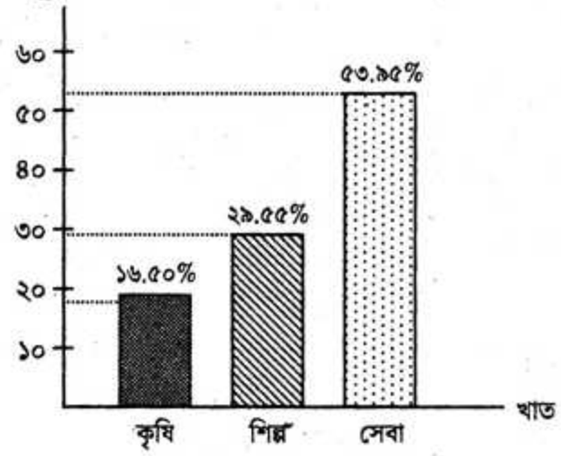

চিত্র: ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তিনটি খাতের সমন্বিত অবদান

উপরের স্তম্ভচিত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির (২০১৩-১৪ অর্থবছর) অবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.৫০%, ২৯.৫৫% ও ৫৩.৯৫%।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন শুধু কৃষি নির্ভর নয় বরং শিল্প, সেবা ও অন্যান্য খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রয়েছে।

খাদ্যশস্য, শাকসবজি প্রভৃতি কৃষিখাতের মধ্যে পড়ে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেখা যায়, কৃষি ও বনজ খাত মিলে অর্থনীতিতে অবদান ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে, শিল্পখাতে ২০১২-১৩ সালে অবদান ছিল ১৯.৫৪ শতাংশ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান বেড়ে হয়েছিল ২০.১৭ শতাংশ। এককভাবে হিসাব করলে কৃষিখাতের চেয়ে শিল্পখাতের অবদান বেশি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেবা ও অন্যান্য

https://teachingbd24.com

খাতের অবদানও রয়েছে। বাংলাদেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হলেও বিগত বেশ কয়েক বছর দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ কৃষি নির্ভরতা ছেড়ে শিল্পখাত, সেবাখাত বা রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

উদ্দীপকের ছকে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও গতিধারার চিত্র দেওয়া আছে। এতে দেখা যায় তুলনামূলকভাবে শিল্প ও সেবাখাত কৃষির খাতের চেয়ে বেশি অবদান রাখছে।

অতএব, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের ফলে কৃষির উপর চাপ কমছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ বাংলাদেশের জাতীয় আয় 'A' খাতটির অবদান প্রায় ১৫ শতাংশ। 'B' খাতটির অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। 'C' খাতটির অবদান প্রায় ১২ শতাংশ। (অর্থবছর-২০১৪-১৫ হিসাবে) *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. জিডিপি হিসাব করা হয় কেন? ১

খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'A' খাতটির অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের 'B' ও 'C' খাতটির উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে- যুক্তিযুক্ত মতামত দাও। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জিডিপি হিসাব করা হয় মূলত একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির শক্তি বা সামর্থ্য বোঝার জন্য।

খ 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' এর কারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দরিদ্র লোক পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ফলে তারা সেভাবে কাজ পায় না। যার ফলে তাদের আয় ও সঞ্চয় কম। বিনিয়োগ করার মতো মূলধন না থাকায় তারা একই রকম জীবনযাপন করে। তাই দারিদ্র্যের এই চক্রাকার আবর্তের কারণে মানবসম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে 'A' তথা কৃষি ও বনজ খাতটি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এককভাবে ধরলে জাতীয় আয়ে কৃষি ও বনজ খাতের অবদানই সর্বাধিক। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ।

উদ্দীপকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় আয় 'A' খাতটির অবদান প্রায় ১৫ শতাংশ। যা কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করে। মূলত এদেশে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বেশি এবং এদেশের মানুষ কৃষি নির্ভর হওয়ায় জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ আসে কৃষি থেকে। এজন্য বলা যায় যে, জাতীয় আয় কৃষি ও বনজ খাতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ঘ উদ্দীপকে 'B' বলতে শিল্পখাত এবং 'C' বলতে পরিবহন খাতকে নির্দেশ করেছে। উভয় খাতের উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান অনেক বেড়ে গেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত এ খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ। অপরদিকে, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অবদান ১,৬৯,৩৯৭ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ শতাংশ।

উদ্দীপকের 'B' বা শিল্পখাত এবং 'C' বা পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। একটা দেশের উন্নতির প্রধান সূচক হলো শিল্প উন্নয়ন। যে দেশে শিল্পায়ন যত বেশি সে দেশের অর্থনীতি তত উন্নত। আর অধিক শিল্পায়নের ফলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটে। এতে করে স্বল্প সময়ে ও কম খরচে পণ্য সরবরাহ করা যায়। ফলে উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিল্পখাত এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নতি জাতীয় অর্থনীতির গতিকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয় ওসমান। সে পড়ালেখাও তেমন করেনি, গ্রামের স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। বাবা মারা যাওয়ায় সাত সদস্যের পরিবারের খরচ সামলাতে তাকে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে সে কোথাও কাজ পায় না। *[পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা]*

ক. GNP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স কীভাবে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ওসমানের বর্তমান অবস্থাটি দেশের কোন পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করছে? ৩

ঘ. ওসমানের মতো যুবকদের মানবসম্পদে পরিণত করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP এর পূর্ণরূপ হলো— Gross National Product.

খ জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিদেশে কর্মরত শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট মন্দা পরিস্থিতিতেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় কোনো সংকটে না পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের অর্থ তথা রেমিটেন্স।

গ ওসমানের বর্তমান অবস্থাটি দেশের বেকারত্ব সমস্যা ও 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' কে ইঙ্গিত করছে।

বাংলাদেশের বিপুল জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। দারিদ্র্যের কারণে বেশিরভাগ মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও খাদ্যের যোগান দিতে পারছে না। ফলে তারা দ্রুত জনশক্তিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারছে না এবং যথারীতি বেকারত্ব বাড়ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে দরিদ্র জনগণ দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। ফলে তাদের আয়ও কম হয়। কম আয়ের কারণে এরা পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি অর্থ সঞ্চয় করতে পারে না, ফলে দরিদ্রই থেকে যায়। আবার দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় এরাও ঠিকমতো কাজও করতে পারে না।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকেও দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া ওসমান অল্প পড়াশোনা করেই কাজে যোগদান করে। বাবা মারা যাওয়াতে সাত সদস্যের বিশাল পরিবারের খরচ সামলায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সে এক সময় দুর্বল হয়ে যায় এবং কাজও পায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে দরিদ্রতা ও বেকারত্ব বিষয়টির সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ আমি মনে করি, ওসমানের মতো যুবকদের মানব সম্পদে পরিণত করতে হলে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে।

শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। মানুষ তখনই রাষ্ট্র বা সমাজের সম্পদে পরিণত হয় যখন সে কিছু করতে পারে। দেশের কৃষি, শিল্প বা সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করেন তারা নিজেদেরকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেন।

প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। ওসমানের মতো বেকার ও দরিদ্র যুবকদের মানব সম্পদে পরিণত করতে হলে আগে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে দক্ষ কেউ কাজে অনুপযুক্ত হতে পারেন। সর্বোপরি, ওসমানের মতো দরিদ্র ও বেকার যুবকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ ফাহিম, নাইম ও মহিম তিন ভাই। ফাহিম বাবার রেখে যাওয়া বিশাল আম বাগানে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। নাইম, ছোট ভাই ফাহিমের বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেছে। যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি কাঁচামালের বেশিরভাগই আসে নিজস্ব খামার থেকে। *[সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]*

ক. কর্ণফুলী কাগজের কলে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল কী? ১

খ. বাংলা দেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বর্ণনা করো। ২

গ. নাইমের কর্মকাণ্ড জাতীয় আয়ের যে খাতের অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মহিমের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর কীভাবে ভূমিকা রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কর্ণফুলী কাগজের কলে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে বাঁশ ও বেত।

খ বাংলাদেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন বাড়লে নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব পড়বে। ফলে দারিদ্র্যের হার কমে আসবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে তা প্রবৃদ্ধির সূচকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

গ নাইমের কর্মকাণ্ড জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প খাত দেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের সকল শিল্প কারখানা এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বড় হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২০.১৭ শতাংশ।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, নাইম তার ছোট ভাই মহিমের বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দিয়ে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেছে। তার এ কারখানার কাঁচামালের বেশিরভাগই আসে নিজস্ব খামার থেকে। নাইমের এ কারখানা স্থাপন জাতীয় অর্থনীতির শিল্প খাতকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, নাইমের কর্মকাণ্ড শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ মহিমের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রেমিটেন্স বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে।

বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এ অর্থ তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও এসকল অর্থ নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৮৭২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কেবল তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানই পরিবর্তন করছে না বরং ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান তৈরিতেও সহায়ক হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ কৃষক সামাদ মিয়া জমি চাষ করেন এবং মৎস্য চাষ করেন। তার ছেলে মন্টু মিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। তার প্রেরিত অর্থে নিজ গ্রামে কুটির শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার অদক্ষ মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। *[শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি; নওগাঁ জিলা স্কুল; পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা]*

ক. মাথাপিছু আয় কী? ১

খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে মন্টু মিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই মাথাপিছু আয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নম্বর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তা হলো কৃষি ও মৎস্য।

একসময় কৃষি ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির একক বৃহত্তম খাত। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষিনির্ভর ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেবা, শিল্প, পরিবহন, প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধুই কৃষিনির্ভর নয়। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক

Teachingbd24.com

টন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ যেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা হয়েছে ১৪.৭৯ শতাংশ। জাতীয় আয়ে কৃষির উপখাতের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বনজ, খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উপখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৭৯ এবং ০.৮৮ যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৫১ এবং ১.৭২। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম খাত হলো মাছ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ ও পঞ্চম যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদানকে তুলে ধরে।

ঘ মানব সম্পদ উন্নয়নে মন্টু মিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কৃষক সামাদ মিয়ার ছেলে মন্টু কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। সেখান থেকে তার প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে তার নিজ গ্রামে কুটির শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের অনেক অদক্ষ মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন বা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মন্টু মিয়া যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও যথেষ্ট নয়।

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম একটি উপাদান। কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ অশিক্ষিত একজন ব্যক্তির পক্ষে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বেশ কষ্টকর। সেক্ষেত্রে মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথমত যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত সেটি হলো সবার জন্য শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দিয়ে যে একটি জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব তা নয়। এজন্য আরো একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে সেটি হলো স্বাস্থ্যসেবা। একজন ব্যক্তি শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়, তাহলে সে মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়া মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য যথাযথ কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের মেধা ও শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়নে শুধু কারিগরি প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, বরং শিক্ষা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সেবাসহ ইত্যাদির মাধ্যমে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ কৃষক রহমত আলি তার পাঁচ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত ধান বিক্রয় করেন। অন্যদিকে রতন সাহেব তার পোশাক কারখানায় তৈরি পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি ও করেন। *[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর]*

ক. কোনো দেশের যাবতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য কী? ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রহমত আলির ধান চাষ জাতীয় আয়ের যে খাতের অন্তর্ভুক্ত তা-ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রতন সাহেবের আয় এদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের যাবতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হলো জনগণের আয় বৃদ্ধি করা।

খ যে সকল মানুষ তাদের মেধা বা শ্রম দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, তাদেরকে মানব সম্পদ বলা হয়।

মানুষ তখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের শক্তিতে পরিণত হয় যখন সে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারে। যেমন- কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে, আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন কোনো সম্পদ উদ্ভাবনে কাজ করে। এভাবে যারা শ্রম বা মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যে কোনো খাতে অবদান রাখে, তাদেরকে দেশের মানব সম্পদ বলা হয়।

গ রহমত আলির ধান চাষ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

এদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ। উদ্দীপকের রহমত আলির কাজ এ খাতকেই নির্দেশ করছে।

উদ্দীপকের রহমত আলি তার পাঁচ বিঘা জমিতে ধান চাষ করে যা আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। আর খাদ্যশস্য আমাদের অর্থনীতির কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, রহমত আলির ধান চাষ আমাদের জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত রতন সাহেব তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। তিনি তার উৎপাদিত পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানিও করেন। অর্থাৎ রতন সাহেব ও তার আয় পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত।

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পের মধ্যে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। পোশাক শিল্প বর্তমানে দেশের অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও নারীর কর্মসংস্থানের বৃহৎ খাত। দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। (পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমই-এর তথ্য অনুযায়ী) পোশাক শিল্প বেকার জনগোষ্ঠী, অশিক্ষিত ও অদক্ষ নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে।

পোশাক শিল্প দেশের রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের রপ্তানি আয়ের মোট ৭৬ শতাংশ আসে পোশাক রপ্তানি খাত থেকে। পোশাক শিল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। এতে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নত হচ্ছে।

অন্যদিকে, পোশাক শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশের অন্যান্য সহায়ক শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে স্পিনিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও প্রিন্টিং প্রভৃতি । পাশাপাশি পোশাক শিল্পের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে পরোক্ষভাবে ব্যাংক, বিমা, আইটি, পরিবহন প্রভৃতি খাতে গতিশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া দেশি কাপড়ের বাজার সৃষ্টি, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন, দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে পোশাক শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ রাসেল ও আহসান দুই বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে আহসান গ্রামে ফিরে যায়। সেখানে সে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে দেশের উন্নয়নে কাজ করছে। অন্যদিকে তার বন্ধু রাসেল প্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি নিয়ে চলে যায় এবং বিদেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায়। *[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর]*

ক. GNP কী? ১

Teachingbd24.com

খ. মাথাপিছু আয়-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আহসানের কার্যক্রম বাংলাদেশের উন্নয়নে কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে-ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেলের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের নাগরিক সাধারণত এক বছরে যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্যই হলো GNP বা মোট জাতীয় উৎপাদন।

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ আহসানের কার্যক্রম বাংলাদেশের মান বসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। আর প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রম শক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো হয়। উদ্দীপকে আহসানের কার্যক্রম মানব সম্পদ উন্নয়নকেই নির্দেশ করে।

উদ্দীপকের আহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে গ্রামে ফিরে যায়। সেখানে সে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে এলাকায় মানুষ শিক্ষা লাভ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে। এতে দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটছে। তাই বলা যায়, আহসানের কার্যক্রম বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে রাসেলের প্রেরিত অর্থ হলো রেমিটেন্স যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের রাসেল প্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি করে এবং সেখান থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায়। তার প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, রাসেলের প্রেরিত রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ সাফিজ মিয়া তার পৈর্তৃক জায়গায় উৎপাদিত দ্রব্যে কোনো মতে সংসার চালায়। তার একমাত্র ছেলে পড়ালেখা শেষে স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলে। এতে এলাকার অনেকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

ক. PCI-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাফিজ মিয়ার কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সাফিজ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকরা রাখে'- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক PCI -এর পূর্ণরূপ হলো Per Capita Income.

খ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে।

বিভিন্ন দেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায় যা কেবল তাদের প্রয়োজন মেটানো ও জীবনধারণের মান বাড়ায় না, বরং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের সাফিজ মিয়ার কাজ বাংলাদেশের কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করে।

খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষ জমিতে চাষাবাদ করে যা উৎপাদন করে তাই কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। এককভাবে ধরলে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদানই সর্বাধিক। জাতীয় আয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদন এ খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন এই খাতের অবদান, ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা।

উদ্দীপকে সাফিজ মিয়া নিজের পৈতৃক জমিতে উৎপাদিত দ্রব্যে কোনোমতে সংসার চালান। অর্থাৎ সাফিজ মিয়া জমিতে চাষাবাদ করে ফসল ফলান। তাই বলা যায়, সাফিজ মিয়ার কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করে।

ঘ সাফিজ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত যা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমাদের দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্প খাত। আমাদের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বড় হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

উদ্দীপকের সাফিজ মিয়ার ছেলে পড়ালেখা শেষে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলে যা আমাদের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের অবদান অপরিসীম। আবার সাফিজ মিয়ার ছেলের পোল্ট্রি ফার্মে এলাকার অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় এলাকার বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। যারা সেখানে কাজ করছে তাদের আয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় দারিদ্র্যতা দূর হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে সাফিজ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড এদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সাফিজ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ড এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪০ সামাদ আলির বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। তার দুই বিঘা জমি আছে। এতে তিনি আলু ও ডাল চাষ করেন। চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত ফসল তিনি বিক্রি করে দেন। তার ছোট ছেলে রিয়াজ মালয়েশিয়ার একটি খামারে কাজ করে। প্রতি মাসে সে দেশে প্রচুর টাকা পাঠায়। *[মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*

ক. বাংলাদেশে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে GDP-এর পরিমাণ কত ছিল? ১

খ. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের ভূমিকা উল্লেখ করো। ২

গ. সামাদ আলির কাজ কোন ধরনের জাতীয় আয়ের উৎস? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিয়াজের আয় কীভাবে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে? আলোচনা করো। ৪

৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে GDP-এর পরিমাণ ছিল ১৫,১৩,৬০০ কোটি টাকা।

খ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম খাত হলো শিল্প খাত। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৯.৫৪ শতাংশ। পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এখাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বেশি। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

গ সামাদ আলির কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ সম্পদ উৎসের অন্তর্ভুক্ত।

যেকোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে জাতীয় আয়ের খাতগুলো অবদান রাখে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের উৎস বহুবিধ। এর মাঝে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষি ও বনজ খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের সামাদ আলিও তার দুই বিঘা জমিতে ডাল ও আলু চাষ করেন। বছর শেষে ফসল তুলে সেগুলো বাজারে বিক্রি করেন। সুতরাং বলা যায়, সামাদ আলির কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ রিয়াজের আয় হলো রেমিটেন্স যা তার পারিবারিক চাহিদা মেটানোরে পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের রিয়াজ মালয়েশিয়ায় কাজ করে দেশে টাকা পাঠায় যা রেমিটেন্সের অন্তর্ভুক্ত। আর তার আয় পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রিয়াজের আয় দেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶৪১ এস.এস.সি পরীক্ষায় ভালো করে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায় শিমুল। দীর্ঘ ১৯ বছর পর দেশে ফিরে নিজ এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলে। *[রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]*

ক. PCI-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কেন? ২

গ. শিমুল কীভাবে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিমুলের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক PCI-এর পূর্ণরূপ Per Capita Income.

খ বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে।

দরিদ্র লোকদের পর্যাপ্ত খাদ্য না থাকায় এরা দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। কাজ করতে না পারায় বা কম কাজ করায় এদের আয় কম হয়। কম আয়ের কারণে এরা সঞ্চয় করতে পারে না বা সঞ্চয় কম হয়। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। দারিদ্র্যের এই চক্রাকার আবর্তনকে "দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র" বলা হয় এবং এর কারণেই বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রত হচ্ছে।

গ শিমুল কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হলো।

যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ বিভিন্ন খাতে অবদান রাখেন তাদেরকে মানব সম্পদ বলা হয়। অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন পেশায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এর ফলে তারা যে কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং বিদেশে চাকরি করে তাদের বেকারত্ব দূর করতে পারবে। এছাড়াও পরিবার ও দেশের উন্নতিতে সফল ভূমিকা পালন করতে পারবে। উদ্দীপকে বর্ণিত শিমুল স্বল্প শিক্ষিত হলেও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। পরে সে দেশে ফিরে শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। ফলে শিমুল দেশের বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ঘ শিমুলের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে শিমুল স্বল্প শিক্ষিত হলেও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। পরবর্তীতে দেশে ফিরে সে শিল্পকারখানা গড়ে তোলে, যা বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শিমুলের মতো লাখ লাখ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৫৯ লাখ

https://teachingbd24.com

গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করবে না বরং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবে। এতে দেশের কৃষি খাতের অবদান বাড়বে, দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, দেশের উন্নয়ন ঘটবে এমন যতগুলো খাত আছে তার প্রতিটিতেই যদি দক্ষ জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ করা যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন ঘটবে বলে আমি মনে করি। এ ভাবেই মানব সম্পদ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটি ছিল, 'অদক্ষ মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়'। শিক্ষকের বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষা অদক্ষ মানুষকেও মানব সম্পদে রূপান্তর করতে পারে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ সচেতন ও দক্ষ হয়ে উঠে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তার নিজের ও তার পরিবারের উন্নয়নে যেমন ভূমিকা পালন করে তেমনি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। এজন্য সাধারণ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা।

দক্ষ জনগোষ্ঠী দেশের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্যও ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ দেশে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের বাইরেও চাকরি গ্রহণ করার সুযোগ পেতে পারে। বর্তমানে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবাসে কাজ করছে। বিদেশে উপার্জিত অর্থ তারা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পাঠাচ্ছে। প্রবাসীদের প্রেরিত এই অর্থকে রেমিটেন্স বলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রেমিটেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিক্ষকের বক্তব্যটি যথার্থ ও যুগোপযোগী ছিল। কারণ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই অদক্ষ মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৪৪ আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে তার উপজেলা শহরে ফিরে যায়। সেখানে সে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপান করে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অপর দিকে তার বন্ধু জারিফ কানাডায় একটি কোম্পানিতে চাকরি করে এবং সে প্রতিমাসে তার অর্জিত অর্থের একটি অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পাঠায়। *[গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

ক. PCI-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আরিফ কোন উপায়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আরিফের পাঠানো অর্থ শুধু কি জারিফের পরিবারের প্রয়োজন মেটায়? মতামত দাও। ৪

৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক PCI-এর পূর্ণরূপ Per Capita Income.

খ বাংলাদেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন বাড়লে নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব পড়বে। ফলে দারিদ্র্যের হার কমে আসবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে তা প্রবৃদ্ধির সূচকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

গ আরিফ স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে।

মানুষ তখনই রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয় যখন সে কিছু করতে পারে। কেউ সরাসরি শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে, আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন নতুন সম্পদ উদ্ভাবন করে। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই অদক্ষ মানুষকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব। দেশের মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ প্রদান করা মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজের মধ্যে পড়ে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করে গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা দান করছে। এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরেরা শিক্ষিত হচ্ছে। তাদের মেধার বিকাশ হচ্ছে। শিক্ষাদান ও মেধার বিকাশের মাধ্যমে আরিফ মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে।

ঘ না, জারিফের পাঠানো অর্থ শুধু তার পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না।

প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলা হয়। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারি ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে পাঠায়। এতে তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কিন্তু শুধু পারিবারিক চাহিদা পূরণই নয়, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাদের প্রেরিত অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিদেশের অর্থ দেশে আনার মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় বাড়ছে। বর্তমানে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ।

উদ্দীপকের জারিফ কানাডা থেকে প্রতিমাসে তার অর্জিত অর্থ দেশে পাঠায়। উপরের আলোচনা থেকে জানা যায়, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ পরিবারকে সচ্ছল ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। জারিফের প্রেরিত অর্থও জাতীয় আয়ে যুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জারিফের পাঠানো অর্থ শুধু পরিবারের প্রয়োজন মেটানা নয়, বরং বিনিয়োগ, জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶৪৫ রায়হান সাহেব দীর্ঘদিন চাকরিসূত্রে মালয়েশিয়ায় ছিলেন। কিছুদিন হল তিনি দেশে তার নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি লক্ষ করেন তার গ্রামসহ আশপাশের গ্রামের কিশোর তরুনেরা স্কুল-কলেজ যায় না, বেকার ও অলস সময় কাটায়। শিশু মৃত্যুর হারও অত্যাধিক। তিনি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। *[বি.এল. সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ]*

ক. আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান কত? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় কোনো সংকটে না পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রায়হান সাহেবের নেওয়া উদ্যোগ দেশে যে ধরনের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় কোনো সংকটে না পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের প্রেরিত বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স।

https://teachingbd24.com

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৮৭.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করছে। উৎপাদন বাড়াচ্ছে, সর্বোপরি জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় কোন সংকটে পড়েনি।

গ রায়হান সাহেবের নেওয়া উদ্যোগ দেশে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক।

মানুষ তখনই দেশের বা সমাজের সম্পদে পরিণত হয়, যখন সে কিছু করতে পারে। তাই শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। প্রতিটি অদক্ষ ও অক্ষম মানুষকে যথাসম্ভব শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানব সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। যারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে, কর্মসংস্থানে নিজের চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে তারাই মূলত মানব সম্পদ। কোনো অদক্ষ মানুষ নয়, কেবল দক্ষ মানুষই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রায়হান সাহেব গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বেকার ও অদক্ষ তরুণদের জন্য এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাই বলা যায়, রায়হান সাহেবের নেওয়া উদ্যোগ দেশে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন সূচকে শিক্ষা, বেকারত্বের হার, কর্মহীন ও সামাজিকভাবে অসহায় হত-দরিদ্রের হার ও শিশু মৃত্যুর হার বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

২০১৪ সালের Human Development Report মোতাবেক ২০১৩ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম, যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩ তম। সরকার শিক্ষার সকল স্তরে গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যদিও ২০০০ সালে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল ৩.৩%, ২০০৫ সালে সেটি বেড়ে ৪.৩% এ পৌঁছেছে। সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়তে বর্তমানে নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রজনন হার ও মৃত্যুহার কমেছে, নবজাতক শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত সূচকের বিষয়গুলোসহ নানা কর্মসূচি সফলভাবে এগিয়ে নেওয়ায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ স্বল্প শিক্ষিত শামসুল কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০০৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে চলে যায়। ২০১৫ সালে দেশে ফিরে সে একটি বোতলজাত পানি তৈরির কারখানা ও একটি পাপোশ ও কার্পেট তৈরির কারখানা গড়ে তোলে। কারখানা দুটিতে প্রায় ৬০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। *[রংপুর জিলা স্কুল]*

ক. HDR-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. মাথাপিছু আয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শামসুল সাহেব কীভাবে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শামসুল সাহেবের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে- তোমার মতামত দাও। ৪

৪৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক HDR-এর পূর্ণরূপ হলো— Human Development Report

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় = $\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ শামসুল কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হলো।

যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ বিভিন্ন খাতে অবদান রাখেন তাদেরকে মানব সম্পদ বলা হয়। অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন পেশায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এর ফলে তারা যে কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং বিদেশে চাকরি করে তাদের বেকারত্ব দূর করতে পারবে। এছাড়াও পরিবার ও দেশের উন্নতিতে সফল ভূমিকা পালন করতে পারবে। উদ্দীপকে বর্ণিত শামসুল স্বল্প শিক্ষিত হলেও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। পরে সে দেশে ফিরে শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। ফলে শামসুল দেশের বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ঘ শামসুলের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে শামসুল স্বল্প শিক্ষিত হলেও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে। পরবর্তীতে দেশে ফিরে সে শিল্পকারখানা গড়ে তোলে, যা বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শামসুলের মতো লাখ লাখ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৫৯ লাখ মানুষ কর্মরত ছিল। বিদেশে কর্মরত এইসব শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ দেশে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ শুধুমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না, জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এ অর্থের দ্বারা দেশে বিভিন্ন কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গার্মেন্টস গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে দেশের দক্ষ অদক্ষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, শামসুল স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক। কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে সে বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন। এভাবে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যমে সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ আমিন মিয়া তিন একর জমির মালিক। তিনি তার জমিতে নানা রকম ফসল ফলান। নিজের চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত ফসল তিনি বাজারে বিক্রি করে দেন। তার ছোট ভাই মিজান কাতারে একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে কাজ করে। মিজান প্রতি মাসে প্রচুর টাকা দেশে পাঠায়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]*

ক. ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল? ১

খ. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতে ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আমিন মিয়ার কাজ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিজানের প্রেরিত অর্থ কীভাবে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৯.৫৪ শতাংশ।

খ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের যেসকল উৎস রয়েছে তাদের মধ্যে শিল্প খাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। জাতীয় আয়ে অবদান রাখার দিক থেকে কৃষির পরেই শিল্প খাতের অবস্থান

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৯.৫৪ শতাংশ। পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বেশি। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এখাতে অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আমিন মিয়ার কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তা হলো কৃষি ও মৎস্য।

একসময় কৃষি ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির একক বৃহত্তম খাত। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষিনির্ভর ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেবা, শিল্প, পরিবহন, প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধুই কৃষিনির্ভর নয়। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ১৫.৩৫ শতাংশ যেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৪.৭৯ শতাংশ। জাতীয় আয়ে অবদান হ্রাস পেলেও কৃষির উপখাতের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বনজ, খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উপখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৭৯ এবং ০.৮৮ যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৫১ এবং ১.৭২। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম খাত হলো মাছ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ ও পঞ্চম যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদানকে তুলে ধরে।

ঘ মিজানের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাংলাদেশের মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ২০১০ সালের হিসাব মতে বিদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রবাসী মিজানের প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ **দৃশ্যকল্প-১ঃ** বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

দৃশ্যকল্প-২ঃ দেশি ও বিদেশি সকল জনগণের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। *[সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]*

ক. মাথাপিছু আয় কী? ১

খ. "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির কোন সূচক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয়ের বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে-বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই মাথাপিছু আয়।

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP কে নির্দেশ করে।

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সকল ধরনের দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। তবে দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে কাজ করে অথবা কোনো কোম্পানি যদি বিদেশে ব্যবসা করে দেশে টাকা পাঠায় তবে সেই আয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসেবে পরিগণিত হবে না।

দৃশ্যকল্প-১ এ একটি অর্থনীতির সূচক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP কে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয় অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিকে নির্দেশ করে। আর দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে যে, দেশি-বিদেশি সকল জনগণের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসাব বিবেচনা করা হয় যা মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপিকে নির্দেশ করে।

জিডিপি এবং জিএনপি উভয়ের বৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। জিডিপি এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জিডিপি বাড়লে জনগণের দারিদ্র্য হ্রাস পায়। পাশাপাশি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। আর জিএনপি এর মাধ্যমে একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝা যায়। মূলত জিএনপি বৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য দূর হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তত বেশি উন্নত এবং অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয়ের অর্থাৎ জিডিপি ও জিএনপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৯ নিম্নে 'ক' দেশের ২০০৫ সালের মানব উন্নয়ন সূচকের তথ্য সারণি দেওয়া হলো:

সঞ্চয় (% জাতীয় আয়)	স্কুলে ভর্তি (% হার ছেলে . মেয়ে)	বেকারত্বের হার (শ্রমশক্তির %)
১২.৪	৪৯.৯	৫.০১

[কুমিল্লা জিলা স্কুল]

ক. মানব উন্নয়ন সূচক কী? ১

খ. 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সারণির 'ক' স্থানে কোনো দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সারণিতে উল্লিখিত 'ক' স্থানের দেশটির উন্নয়ন সূচকের সাথে বাংলাদেশের সূচকের বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান কেমন তা বোঝার জন্য এ সংক্রান্ত কিছু নির্ধারক তথ্যের প্রয়োজন পড়ে। সেগুলো মানব উন্নয়ন সূচক বলে।

খ 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পটি দেশের প্রতিটি পরিবারকে মানব ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই আর্থিক কার্যক্রমের একক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দেশব্যাপী 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' গড়ে তোলা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একটি কার্যকর 'খামারবাড়ি' হিসেবে গড়ে তোলা। তাছাড়া, কৃষিজাত পণ্যের সমবায় ভিত্তিতে মার্কেটিং ও প্রক্রিয়াজাত করার বিষয়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ করাও 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

গ সারণির 'ক' স্থানে ২০০৫ সালের পাকিস্তানের মানব উন্নয়ন সূচককে কি নির্দেশ করেছে।

২০০৫ সালে পাকিস্তানের মানব উন্নয়নের চিত্রে, সঞ্চয় জাতীয় আয়ের ১২.৪%, স্কুলে ভর্তির হার ৪৯.৯%, বেকারত্বের হার ৫.০১% দেখা যায়। যেটি ২০০০ সালে ছিল সঞ্চয় ৯.৫%, স্কুলে ভর্তির হার ৪২.৭%। পাঁচ বছরের তুলনামূলক চিত্রে পাকিস্তানের মানব উন্নয়ন সূচকের বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে মানব উন্নয়ন সূচকে পাকিস্তানের অবস্থান ও অবস্থা খুব ভাল নয়। দেখা যায়, ২০০০ সালে বাংলাদেশের স্কুলে ছাত্র ভর্তির হার ছিল ৫৪%, ভারতে ৫২.২%, শ্রীলংকায় ৯০.৭%, মালয়েশিয়ায় ৮৮.৭%। সেখানে পাকিস্তানে ৪২.৭%। তবে ২০০০ সাল থেকে ২০০৯ সালে এসে পাকিস্তানে এই হার ৫৪.২%-এ উন্নীত হয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচক পাকিস্তানের অবস্থান ১৪৭তম (২০১৪)।

সারণিতে 'ক' দেশের ২০০৫ সালের মানব উন্নয়ন সূচকের কিছু তথ্য দেখানো হয়েছে। যেটি পাকিস্তানের মানব উন্নয়নের ২০০৫ সালের চিত্র। মানব উন্নয়ন সূচকে পাকিস্তান ধীরে ধীরে উন্নতি করছে।

ঘ সারণিতে উল্লেখিত 'ক' স্থানের দেশটির অর্থাৎ পাকিস্তানের মানব উন্নয়নের সূচকের সাথে বাংলাদেশের সূচকের বেশ পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

মানব উন্নয়ন সূচকের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে পাকিস্তানের সঞ্চয় জাতীয় আয়ের ৯.৫%, বাংলাদেশ ১৬.২%, স্কুলে ভর্তির হার পাকিস্তানের ৪২.৭%, সেখানে বাংলাদেশের ৫৪%, বেকারত্বের হার বাংলাদেশের ৩.৩%। আবার, ২০০৫ সালের তথ্যে দেখা যায়, পাকিস্তানের সঞ্চয় জাতীয় আয়ের ১২.৩%, বাংলাদেশের ২০.১%, স্কুলে ভর্তির হার পাকিস্তানে ৪৯.৯%, বাংলাদেশে ৫২.১%, বেকারত্বের হার পাকিস্তানে ৫.০১%, বাংলাদেশে ৪.৩%। ২০১৪ সালের Human Development Report অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান যেখানে ১৪২তম। সেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ১৪৭ তম।

সারণির তথ্যগুলো পাকিস্তানের কয়েকটি মানব উন্নয়ন সূচকের। ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৯ সাল পর্যন্ত এসে উভয় দেশই মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে উন্নতি লাভ করলেও, পাকিস্তান মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে।

পরিশেষে, উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর খুব অল্পসময়ের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫০ দুই বন্ধু মনির ও নজরুলের মাঝে অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় আলাপচারিতায় অনেক কথা হয়। নজরুল বলে, আমি এমন সেক্টরে কাজ করি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে যেটির অবদান প্রায় ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১.৫৩ শতাংশ।

মনির বলে: অনেক দিন পরে দেশের অগ্রগতি দেখে হতবাক। সে বলে আমরা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ১২.৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছি দেশে। *[কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের নজরুলের আয়ের খাতটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন বন্ধুর কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রটিকে বাংলাদেশের উন্নয়নে অধিকতর উপযোগী বলে মনে কর? তোমার মতামত দাও। ৪

৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মোট দেশজ উৎপাদন হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোন দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সব জনগণের মাধ্যমে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

খ একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যোগফলকে সেই দেশের মোট জনসখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

কোন দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যাবতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় বাড়ে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ, সে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে। কোন দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সেগুলো ভোগ করে থাকে সে দেশের জনগণ। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হলে মাথাপিছু আয়ও পরিবর্তিত হবে। সুতরাং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হয়।

গ উদ্দীপকের নজরুলের কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

এককভাবে ধরলে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদানই সর্বাধিক। জাতীয় আয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা।

উদ্দীপকের নজরুল একজন কৃষক। সুতরাং বলা যায়, তার কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের নজরুলের ক্ষেত্রটিকে বাংলাদেশের উন্নয়নে অধিকতর উপযোগী মনে করি।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের ৮০ ভাগের অধিক মানুষ কৃষি পেশার সাথে যুক্ত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ-এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ছিল ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ। আমাদের অর্থনীতিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৯ লাখ মানুষ বিদেশে কর্মরত ছিলেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ১২.২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উদ্দীপকের তথ্যগুলো দেখে বোঝা যায়, নজরুল কৃষি ও বনজ খাতে অবদান রাখে এবং মনির বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠায়। তবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর হওয়ায় এবং উপরের আলোচনাযায়ী বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি ক্ষেত্র অধিকতর ভূমিকা পালন করছে।

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে নজরুলের ক্ষেত্রটি অর্থাৎ কৃষি ও বনজ খাতকে বাংলাদেশের উন্নয়নে অধিকতর উপযোগী বলে মনে হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৫১ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান-

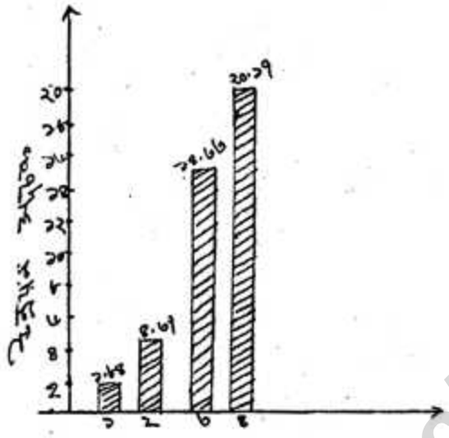

জাতীয় আয় ও উৎপাদন খাত

[দিনাজপুর জিলা স্কুল]

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিনত করার ২টি উপায় লিখ। ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ১ নং খাতের অবদান কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে ৩নং ও ৪নং খাতের মধ্যে কোনটিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কেন? ৪

৫১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়।

খ একটি জনবহুল দেশের জনসংখ্যা অভিশাপ নয়, যদি কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদেরকে সম্পদে পরিণত করা যায়।

বিশ্বের অনেক জনবহুল দেশ তাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করেছে কিছু কৌশল প্রয়োগ করে। কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে। এ ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ ও উপায় আছে।

গ উদ্দীপকের ১নং খাত বলতে স্বাস্থ্য ও সেবা খাতকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বাস্থ্য ও সেবা খাত বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এখাতের অবদান ১.৮৪ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ৩৪,৭১৩ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৮.৪৫ শতাংশ। তাই স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের অর্থনৈতিক অবদান বৃদ্ধির জন্য এ খাতকে আরো গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, স্বাস্থ্য ও সেবা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার। এখাতে আধুনিক প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য ও সেবার সাথে জড়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর চাহিদা বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে এর মান ও প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে।

উদ্দীপকের ১নং খাতের অবদান ১.৮৪ উল্লেখ থাকায় আমরা বুঝতে পারি এটি স্বাস্থ্য ও সেবা খাত। এটিও বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাতের মাধ্যমে আমাদের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। স্বাস্থ্য ও সেবাখাতের অবদান বৃদ্ধিতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগ এবং বেসরকারি উদ্যোগেরও প্রয়োজন।

ঘ বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে ৩নং খাত অর্থাৎ কৃষি ও বনজ খাতকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা এবং এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর। জনবহুল এ দেশে শ্রমশক্তি রয়েছে কিন্তু তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আধুনিকায়ণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে আমাদের চাহিদা পূরণের পর বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিও করা সম্ভব। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্প খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের ভূমিকা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি।

উদ্দীপকের চিত্রে ৩নং খাত বলতে কৃষি ও বনজ খাত এবং ৪নং খাত বলতে শিল্প খাতকে বোঝানো হয়েছে। উভয় খাতের মধ্যে বর্তমানে শিল্প খাত বেশি অবদান রাখলেও কৃষি খাতের অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হওয়ায় কৃষির আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ততা বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। তাই আমি মনে করি কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৫২ জনাব রহিম সাহেব 'ক' দেশে জন্মগ্রহণ করে। সে দেশে জনসংখ্যা অত্যধিক ঘনবসতিপূর্ণ। জীবিকার প্রয়োজনে সে দেশের অনেক লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। জনাব রহিম সাহেবও ইউরোপের একটি দেশে চাকরি করেন। সে দেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স দিয়ে রহিমের বাবা একটি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন যা 'ক' দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। *[দিনাজপুর জিলা স্কুল]*

ক. রেমিটেন্স কী? ১

খ. "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র" ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশের মানব উন্নয়ন সূচক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, রহিম সাহেবের মতো প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের কারণেই 'ক' দেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল -ব্যাখ্যা করো। ৪

৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারি ও পেশাজীবীদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

Teachingbd24.com

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।"

গ উদ্দীপের 'ক' দেশটি একটি উন্নয়নশীল দেশ, বিধায় মানব উন্নয়নে দেশটি উন্নতি লাভ করছে।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে এদেশে জিডিপি, জিএসপি এবং মাথাপিছু আয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো দেশের জীবনযাত্রার মান কেমন, তা নির্ধারনের জন্য কিছু নির্ধারক তথ্যকে বিবেচনা করা হয়, সেগুলোকে মানব উন্নয়ন সূচক বলা হয়। জনগণের শিক্ষা হার, গড় আয়ু, সামাজিক অসমতা, বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যের হার, আয়ের বৈষম্যের হার, টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতি সূচক ব্যবহার করে মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয়ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার ৪০% থেকে ৩১.৫% নেমে এসেছে। অন্যদিকে ২০০০ সালে বেকারত্বের হার ছিল মোট শ্রমশক্তির ৩.৩% সেটি ২০০৫ সালে ৪.৩% হয়েছে। ২০১২ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৩ তম কিন্তু ২০১৪ সালে এটি ১৪২-এ উন্নীত হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে। এভাবে বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশটি জনবহুল একটি দেশ এবং অনেক মানুষ বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠায় ফলে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেকারত্ব কমানো সম্ভব হচ্ছে। উদ্দীপকের দেশটির সাথে উপরে আলোচিত বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের মিল পাওয়া যায়। যেটি মানব উন্নয়ন সূচকের তালিকায় উপরে উঠে আসছে। সুতরাং 'ক' দেশটির বেকারত্ব হ্রাস ও জিডিপি বৃদ্ধির কারণে মানব সূচক উন্নয়নে উন্নতি লাভ করছে।

ঘ রহিম সাহেবের প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে প্রেরণ করে। এ অর্থ তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটায়, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে এবং নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ বা রেমিটেন্স কেউ কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। কেউ আবার এ অর্থ দিয়ে শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। উৎপাদিত পণ্য অনেক সময় দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

ইউরোপের একটি দেশ থেকে রহিমের প্রেরিত রেমিটেন্স বা অর্থ দিয়ে সংসারের ভরণ পোষণের পর তার বাবা একটি গার্মেন্টস শিল্প গড়ে তুলেছেন। এ শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

সার্বিক আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ বা রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ হিরণ শেখের বাড়ি বিক্রমপুরে। তার কিছু ফসলি জমি আছে। এতে তিনি ডাল ও আলু চাষ করেন। এ থেকে প্রচুর লাভ করেন। অন্যদিকে বাবর আলি গাজীপুরে বাস করেন। তার একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। তার কারখানার পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হয়।

[দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]

ক. শিক্ষা প্রাপ্তিতে অসমতার হার নেপালে কত? ১

খ. মানব উন্নয়ন সূচক কী? বুঝাও। ২

গ. হিরণ শেখের কাজ জাতীয় আয়ের কোন খাতের অর্ন্তগত? বিভিন্ন বছরের প্রবৃদ্ধির হারসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. GDP তে বাবর আলির কাজের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা প্রাপ্তিতে নেপালের অসমতার হার ৪১.৪%

খ একটি দেশের মানুষ প্রকৃত বিচারে কেমন আছে তা জানার জন্য ব্যবহার করা হয় 'মানব উন্নয়ন সূচক' বা Human Development Indicators।

মানব উন্নয়ন সূচকে নানা ধরনের সূচক ব্যবহার করে দেখা হয় যে, একটি দেশের অর্থনীতি কতটা কল্যাণমুখী। এক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূচক হচ্ছে- গড় আয়, প্রসবকালীন মৃত্যুর হার, বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যের হার, শিশুশ্রমের হার, বাল্যবিবাহের হার, শিক্ষার হার, পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত হিরণ শেখের কাজ জাতীয় কৃষি ও বনজ সম্পদ উৎসের অন্তর্ভুক্ত।

যেকোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে জাতীয় আয়ের খাতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের উৎস বহুবিধ হলেও কৃষি ও বনজ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে হিরণ শেখ তার ফসলি জমিতে ডাল ও আলু চাষ করেন। এ থেকে প্রচুর লাভ করেন। সুতরাং, হিরণ শেখের কাজ জাতীয় কৃষি ও বনজ খাতের আওতাভুক্ত।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১৪.৩৩ শতাংশ। আবার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত বাবর আলি শিল্পখাতের সাথে সম্পৃক্ত যা GDPতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গত শতকের আশির দশকে এ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২,৯২,২৬২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

বাবর আলির পোশাক তৈরির কারখানা পোশাক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানিও করে যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তথা GDP তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের তৈরি পোশাক বাহিরের দেশে বাংলাদেশের বাজার তৈরি করে টিকে আছে এবং প্রতিবছর এ খাত থেকে অনেক বড় একটা অংশ GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা GDP কে ক্রমশ বাড়াচ্ছে।

বাবর আলির তৈরি পোশাক কারখানার মাধ্যমে উৎপাদিত পোশাক জাতীয় উৎপাদনে বড় ভূমিকা পালন করছে এবং অর্থনৈতিক সূচক এবং মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৪ নিয়াজ গাড়ি ড্রাইভিং এর প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশে চাকরিতে যোগদান করে। সে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠায়। তার পরিবারের আর্থিক অভাব অনটন দূর হয়। অন্যদিকে তার মা বাড়ির পাশে একখণ্ড জমিতে শাকসব্জি ও তরিতরকারির চাষ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারেও বিক্রি করে।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কীভাবে উন্নয়নে বাধা? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিয়াজের মায়ের কাজটি জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিয়াজের পাঠানো অর্থ কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল মানুষ তাদের মেধা বা শ্রম দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম তাদেরকে মানব সম্পদ বলে।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তনের কারণে দরিদ্র মানুষ দরিদ্র থেকে যায়। যার ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না। দরিদ্র লোকের উৎপাদন কম হয়। ফলে আয় কম হয়। কম আয়ের কারণে সঞ্চয় করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে, ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। সুতরাং দারিদ্র্যের এই চক্রাকার আবর্তের কারণে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নিয়াজের মায়ের কাজটি জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে কৃষি ও বনজ অন্যতম প্রধান খাত।

খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ।

উদ্দীপকে দিয়াজের মা বাড়ির পাশে একখণ্ড জমিতে শাকসবজি ও তরিতরকারি চাষ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে ও বিক্রি করে। যেহেতু খাদ্যশস্য ও শাকসবজি জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত তাই দিয়াজের মায়ের কাজটি কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ নিয়াজের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাংলাদেশের মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ২০১০ সালের হিসাব মতে বিদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রবাসী নিয়াজের প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ শিক্ষা সফরে সামিরা একটি পার্কে যায়, যে পার্কের সাথে ব্রিটিশ শাসনামলের রোমহর্ষক ঘটনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। একটি প্রাচীন রাজধানী দেখতে যায়, সেখানকার বাড়িঘরের নির্মাণশৈলী তাকে মুগ্ধ করে। সামিরা মনে করে, এগুলো আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। তাই এগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণ করা জরুরি।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ক. নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদের বর্তমান নাম কী? ১

খ. প্রত্নসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন পার্কের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামিরার শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নাটোরের দিঘাপাতিয়ার জমিদারের প্রসাদের বর্তমান নাম উত্তরা গণভবন।

খ প্রত্নসম্পদ বলতে প্রাচীন শিল্পকর্মকে বোঝায়।

প্রত্ন শব্দের অর্থ পুরানো। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক আমলের যে সকল স্থাপত্য, দালান-কোঠা, ঐতিহ্যবাহী স্থান ও ভাস্কর্য রয়েছে এ সবই আমাদের সম্পদ। এগুলোর মাধ্যমে সে সময়ের সমাজব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই এগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এ ধরনের সম্পদকে প্রত্নসম্পদ বলা হয়।

গ সামিরা পুরোনো ঢাকার 'বাহাদুর শাহ' পার্ক দেখে মুগ্ধ হয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, সামিরা উনিশ শতকের যে স্থাপত্যকর্ম দেখেছে সেটি মূলত সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন নামে পরিবর্তিত হয়েছে যা আজকের বাহাদুর শাহ পার্কের ইঙ্গিত বহন করে। এ পার্ক ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

আঠারো শতকের শেষের দিকে বর্তমান পার্কটির স্থানে আর্মেনীয়দের একটি বিলিয়ার্ড ক্লাব ছিল এবং এটিকে কেন্দ্র করে 'আন্টাঘর' নামে একটি ডিম্বাকৃতির ময়দান ছিল। ১৮৫৮ সালে রানি ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণের পর ঢাকা বিভাগের কমিশনার এ ময়দানেই নামকরণ সংক্রান্ত একটি ঘোষণা পাঠ করে শোনান। সেই থেকে ১৯৫৭ সালের আগ পর্যন্ত পার্কটি 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' নামে পরিচিত ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজরা এটিকে পার্কে রূপ দেয় এবং চারদিকে লোহা দিয়ে এর চারকোণায় চারটি দর্শনীয় কামান স্থাপন করে। পরবর্তীতে ইংরেজরা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় এ ময়দানে ঢাকায় বন্দি সিপাহিদের গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। একশো বছর পর, ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য জীবনদানকারী সৈনিকদের স্মৃতিতে 'ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট' (ডিআইটি) এর উদ্যোগে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় এবং ভারতবর্ষের শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামে স্থানটির নাম রাখা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক। যেটি দেখে সামিরা মুগ্ধ হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ করা প্রত্নসম্পদগুলো (আন্টাঘর ময়দান, মসলিন, জামদানি, বিখ্যাত পানামনগর) আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক ও বাহক। তাই এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

যেসব তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাকে ইতিহাসের উপাদান বলে। ইতিহাসের উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান। উদ্দীপকে বর্ণিত 'বাহাদুর শাহ পার্ক', মসলিন, জামদানি, বিখ্যাত পানামনগর এবং ঢাকার অন্যান্য পুরোনো স্থাপত্য নিদর্শন অলিখিত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

Teachingbd24.com

সঠিক ইতিহাস রচনায় লিখিত উপাদানের পাশাপাশি এসব অলিখিত উপাদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ, এসব স্থাপত্য নিদর্শন পরিদর্শনের মাধ্যমে মানুষ যেমন তৎকালীন সময়ের ইতিহাস জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তেমনি ইতিহাসবিদরাও স্থাপত্য নিদর্শনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস রচনা করতে পারেন। কিন্তু এই নিদর্শনগুলো যদি সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ইতিহাস জানার সহায়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তথা অলিখিত উপাদান হারিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে লিখিত উপাদান বা বই-পত্র কিংবা নথিপত্রের সাহায্যে হয়তো সে সময়ের ইতিহাস জানা যাবে। কিন্তু সে ইতিহাস জানা হবে অসম্পূর্ণ।

সুতরাং, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং নতুন প্রজন্মকে এসব সম্পর্কে জানাতে হলে প্রত্নসম্পদগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ জনাব 'ক' যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি তার অর্জিত অর্থের একটি অংশ দেশে পাঠান। তার প্রেরিত অর্থে তার ছোট ভাই একটি গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]*

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতীয় আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব 'ক' এর প্রেরিত অর্থকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব 'ক' এর প্রেরিত অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো— Gross National Product.

খ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবাসমূহের মোট মূল্যমানকে ঐ দেশের জাতীয় আয় বলে।

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করে হিসাব করা হয়। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো- কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, নির্মাণ শিল্প, পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। এ সকল খাতের এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিই হলো কোনো একটি দেশের জাতীয় আয়।

গ 'ক'-এর প্রেরিত অর্থকে অর্থনীতিতে রেমিটেন্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের অনেক নাগরিক বিদেশে কর্মরত আছেন। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত এই অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। তিনি তার অর্জিত অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করেন। যাকে রেমিটেন্স বলা হয়। তাই প্রবাসী জনাব 'ক' কর্তৃক স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে অর্থনীতিতে রেমিটেন্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ঘ 'ক'-এর প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাংলাদেশের মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ২০১০ সালের হিসাব মতে বিদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রবাসী 'ক'-এর প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ ওয়াটসন তার পৈতৃক সম্পত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যে কোনোমতে সংসার চালায়। তার একমাত্র ছেলে পড়ালেখা শেষ করে স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি পোল্ট্রি ফিড ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে ফার্মটি প্রসার লাভ করে এবং এলাকার অনেক মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। *[বগুড়া জিলা স্কুল]*

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশের মানুষ কেন বিদেশে যাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ওয়াটসনের কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ওয়াটসনের ছেলের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো— Gross National Product.

খ বাংলাদেশের মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ। দেশের মোট সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় তারা বিদেশ যাচ্ছে। এছাড়াও উচ্চতর শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্য তারা বিদেশে যাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ওয়াটসনের কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি ও বনজ খাতকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। যা আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে ১৪.৩৩ শতাংশ অবদান রাখে। আবার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ।

মূলত বাংলাদেশের মাটি উর্বর হওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন হয়। যা জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। যেহেতু তার পৈতৃক সম্পত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে সেহেতু এটা কৃষি ও বনজ খাতকেই নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ওয়াটসনের ছেলের কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্গত।

শিল্পখাতের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎশিল্প, তবে বৃহত্তর অর্থে খনিজ ও খনন, 'বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ' এবং 'নির্মাণ' এই খাতগুলোকে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বেড়ে যায়। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৯.৫৪ শতাংশ। যা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বেড়ে ২০.১৭ শতাংশ হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতে অবদান ২,৯২,২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩৩ শতাংশ।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে উল্লিখিত ওয়াটসনের একমাত্র ছেলে পড়ালেখা শেষ করে স্থানীয় যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি পোল্ট্রি ফিড ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে ফার্মটি প্রসার লাভ করে যা ফার্মটি লভ্যাংশ বৃদ্ধিকে ইঙ্গিত করে অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ায় বেকার জনসংখ্যা কমে দক্ষ মানবশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে যা মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশকে আরো অগ্রসর করবে।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ মিনার পড়াশোনা শেষে চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুর চলে যায়। সে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠায়, যা পরিবারের খরচ বহন করার পর দেশের উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। *[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. মিনারের সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো অর্থের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিনারের গৃহীত পদক্ষেপটি কি একমাত্র উপায়? মতামত দাও। ৪

৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো— Gross National Product.

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

গ সিঙ্গাপুর থেকে মিনারের পাঠানো অর্থ হলো প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স (Remittance)।

বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। প্রবাসী শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠান। এই অর্থ পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি করছে। এছাড়াও রেমিটেন্স বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার ফলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বড় অংশ আসে রেমিটেন্স থেকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে ২০০৮ সালে বিশ্বে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম।

উদ্দীপকের মিনার একজন প্রবাসী। বাংলাদেশে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি নিয়ে তিনি সিঙ্গাপুরে যান। প্রতিমাসে মিনার দেশে যে টাকা পাঠান তাই রেমিটেন্স। এই অর্থ তার পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও অবদান রাখে।

ঘ পড়াশোনা শেষ করার পর মিনারের বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় নয়, বরং মানবসম্পদ উন্নয়নের আরও বহুবিধ উপায় রয়েছে।

যে সমস্ত নাগরিক শ্রম ও মেধা ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যেকোনো খাতের উন্নয়নে অবদান রাখেন তাদেরকেই দেশের মানবসম্পদ (Human resource) বলা হয়। সাধারণত অদক্ষ জনগণকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। এছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। তবে উদ্দীপকে মিনারের ক্ষেত্রে শুধু কর্মসংস্থানের কথা ফুটে উঠলেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার অভাবে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী-অসচেতন ও অদক্ষ রয়ে যায়। ফলে তারা যেমন নিজের ও পরিবারের উন্নতি করতে পারে না, তেমনি সমাজ বা দেশের অগ্রগতিতেও অবদান রাখতে পারে না। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য করা উচিত। এছাড়া কর্মমুখী ও ব্যবহারপযোগী শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, নারী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা বৃদ্ধি, আর্থিক সহযোগিতা ও উপবৃত্তির সুযোগ প্রভৃতি দক্ষ মানবশক্তি প্রস্তুত করতে পারে। সেই সাথে দেশের লাখ লাখ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন ধরনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে সরকার ও সমাজকে উদ্যোগী হয়ে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিনারের গৃহীত পদক্ষেপটি একমাত্র উপায় নয়। এ উপায় ছাড়াও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ প্রয়োগ করে মিনারের মতো যুবকদের দক্ষ করে তোলা এবং দেশেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ **ঘটনা-১:** মহেশ বাবুর বাড়ি নরসিংদীতে। তাদের একটি কলাবাগান আছে। কলা বিক্রি করে তারা প্রচুর লাভ করে।

ঘটনা-২: বাপ্পী ১০ বছর বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি একটি পোশাক কারখানা প্রতিষ্ঠান করেন। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। *[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. GDP কাকে বলে? ১

খ. মাথাপিছু আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মহেশবাবুর কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাতীয় উৎপাদনে মহেশবাবু ও বাপ্পীর অবদান কতটুকু? তোমার মতামত দাও। ৪

৫৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে বসবাসকারী সব জনগণের মাধ্যমে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

খ একটি দেশের কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$

গ মহেশ বাবুর কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্তি।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি, বনজ সম্পদ প্রভৃতি এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৩৬,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। যা মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এই খাতের অবদান (এপ্রিল পর্যন্ত) ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৫৩ শতাংশ। আমাদের জাতীয় আয়ে কৃষিখাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করি, মহেশবাবু কলা চাষাবাদ করে এবং তা বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। তাই কাজটি কৃষিখাতের আওতাভুক্ত। অন্যান্য খাদ্যশস্য, শাকসবজির মতো তার উৎপাদিত কলা দেশের মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণ করছে এবং আমাদের জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বাপ্পীর ও মহেশবাবু কার্যক্রম যথাক্রমে শিল্প এবং কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাত প্রধান ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রবৃদ্ধি হারে এ খাতের অবদান শতকরা ১০ ভাগ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত এই খাতের অবদান ২.৯২.২৮২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি হার ১০.৩৩ শতাংশ।

অন্যদিকে, কৃষি ও বনজ খাত জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১,৮৯,২৭২ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৯ শতাংশ।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য মোচনে সর্বোপরি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্প এবং কৃষি ও বনজ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপকের বাপ্পীর এবং মহেশবাবু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ▶ ৬০ রুমানা যেকোনো বই হাতের কাছে পেলেই তা পড়ে। গতকাল সে তার বড় বোনের টেবিলে একটি অর্থনীতি বই দেখতে পায়। বইটি লেখা ছিল 'ক' একটি দেশ। এ দেশটির আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। এ দেশটিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। *[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. GDP কী? ১

খ. মোট জাতীয় আয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশের মাথাপিছু আয় নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের প্রবৃদ্ধির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতি বছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন।

খ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবাসমূহের মোট মূল্যমানকে ঐ দেশের জাতীয় আয় বলে।

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করে হিসাব করা হয়। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো- কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, নির্মাণ শিল্প, পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। এ সকল খাতের এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিই হলো কোনো একটি দেশের জাতীয় আয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে হলে সেই দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশটির মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে।

একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যোগফলকে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা}}$$

উদাহরণ হিসেবে ধরি ২০১১ সালে 'ক' দেশটির মোট জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি এবং ঐ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

সুতরাং মাথাপিছু আয়

$$= \frac{৫০০০ \text{ কোটি মার্কিন ডলার}}{১০ \text{ কোটি}} = ৫০০ \text{ মার্কিন ডলার}$$

উপরোক্ত উপায়ে উদ্দীপকের 'ক' দেশটির মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা যাবে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' দেশ দ্বারা বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা তার আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি। পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কম হলেও বর্তমানে প্রবৃদ্ধির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশটির আয়তনের তুলনায় বেশি জনসংখ্যা এবং প্রবৃদ্ধির হার দিন দিন বৃদ্ধি এই বৈশিষ্ট্য দুটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষির আধুনিকীকরণ ও শিল্পের প্রসারের ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম দেশের মোট জাতীয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের রেমিটেন্স প্রেরণ ও অন্যান্য চাকরিজীবীদের অবদানে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছরগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাংকের এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) এর পরিমাণ ছিল ৩,৭০,৭০৭ কোটি টাকা। টাকা সেখানে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ হলো ১০,৩৭,৯৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল, ১৫,১৩,৬০০ কোটি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ১৭,২৯,৫৬৭ কোটি টাকা।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৬১ মনু মিয়া কৃষিকাজ এবং মৎস্য চাষ করে তার ছেলে আরিফকে কারিগরি প্রশিক্ষণ শিখিয়ে সৌদি আরবে পাঠায়। আরিফ তার প্রেরিত অর্থে নিজ গ্রামে কারিগরি প্রশিক্ষণ গড়ে তোলে। ফলে অনেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা লাভ করে। *[বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. জিডিপি কাকে বলে? ১

খ. রেমিট্যান্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে মিন্টু মিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে বসবাসকারী সব জনগণের মাধ্যমে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

খ প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিট্যান্স বলে।

বিদেশে কর্মরত দেশি শ্রমিক, কর্মচারী ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। প্রেরিত

Teachingbd24.com

এ অর্থই হলো রেমিটেন্স। এ অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটায় না বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসে রেমিটেন্স থেকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির যে খাতকে নির্দেশ করে তা হলো কৃষি ও মৎস্য।

একসময় কৃষি ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির একক বৃহত্তম খাত। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষিনির্ভর ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেবা, শিল্প, পরিবহন, প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধুই কৃষিনির্ভর নয়। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ১৫.৩৫ শতাংশ যেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৪.৭৯ শতাংশ। জাতীয় আয়ে অবদান হ্রাস পেলেও কৃষির উপখাতের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বনজ, খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উপখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৭৯ এবং ০.৮৮ যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৫১ এবং ১.৭২। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম খাত হলো মাছ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ ও পঞ্চম যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদানকে তুলে ধরে।

ঘ মানব সম্পদ উন্নয়নে মনু মিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কৃষক মনু মিয়ার ছেলে আরিফকে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। সেখান থেকে তার প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে তার নিজ গ্রামে কুটির শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের অনেক অদক্ষ মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন বা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনু মিয়া যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও যথেষ্ট নয়।

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম একটি উপাদান। কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ অশিক্ষিত একজন ব্যক্তির পক্ষে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বেশ কষ্টকর। সেক্ষেত্রে মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথমত যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত সেটি হলো সবার জন্য শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিত করা। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দিয়ে যে একটি জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব তা নয়। এজন্য আরো একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে সেটি হলো স্বাস্থ্যসেবা। একজন ব্যক্তি শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়, তাহলে সে মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়া মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য যথাযথ কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের মেধা ও শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়নে শুধু কারিগরি প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, বরং শিক্ষা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সেবাসহ ইত্যাদির মাধ্যমে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৬২ **দৃশ্যকল্প-১:** বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

দৃশ্যকল্প-২: দেশি ও বিদেশি সকল জনগণের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। */চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম/*

ক. মাথাপিছু আয় কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির কোন সূচক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয়ের বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই মাথাপিছু আয়।

খ দারিদ্র্যের যে চক্রাকার আবর্তের কারণে দরিদ্র লোক দরিদ্রই থেকে যায় তাকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে। ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। এটাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP কে নির্দেশ করে।

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতিবছর উৎপাদিত সকল ধরনের দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। তবে দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে কাজ করে অথবা কোনো কোম্পানি যদি বিদেশে ব্যবসা করে দেশে টাকা পাঠায় তবে সেই আয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসেবে পরিগণিত হবে না অর্থাৎ GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দৃশ্যকল্প-১ এ একটি অর্থনীতির সূচক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP কে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয় অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

দৃশ্যকল্প-১ এ অর্থনীতির সূচক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত অর্থ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিকে নির্দেশ করে। আর দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে যে, দেশি-বিদেশি সকল জনগণের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা হিসাব বিবেচনা করা হয় যা মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপিকে নির্দেশ করে।

জিডিপি এবং জিএনপি উভয়ের বৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। জিডিপি এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জিডিপি বাড়লে জনগণের দারিদ্র্য হ্রাস পায়। পাশাপাশি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। আর জিএনপি এর মাধ্যমে একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝা যায়। মূলত জিএনপি বৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য দূর হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত এবং অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সূচকদ্বয়ের অর্থাৎ জিডিপি ও জিএনপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬৩ রাকিবের দুই বিঘা জমি আছে। এতে তিনি ডাল ও আলু চাষ করেন। বছর শেষে ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করে তিনি প্রচুর লাভ করেন। অন্যদিকে আরমান হোসেন চট্টগ্রামে বাস করেন। তার একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। তার পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. রেমিটেন্স কাকে বলে? ১

খ. মাথাপিছু আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাকিবের কাজ জাতীয় আয়ের উৎসের অন্তর্ভুক্ত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে রাকিব ও আরমান হোসেনের কাজের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৬৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রবাসে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

খ সাধারণভাবে মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

একজন মানুষ প্রতি বছর গড়ে কত টাকা উপার্জন করে তাই হলো মাথাপিছু আয়। যে কোনো দেশের কৃষি, শিল্প সেবাসহ যাবতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হলো জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

গ রাকিবের কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ সম্পদ উৎসের অন্তর্ভুক্ত।

যেকোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে জাতীয় আয়ের খাতগুলো অবদান রাখে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের উৎস বহুবিধ। এর মাঝে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎস হিসেবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো কৃষি ও বনজ খাত। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের রাকিবও তার দুই বিঘা জমিতে ডাল ও আলু চাষ করেন। বছর শেষে ফসল তুলে সেগুলো বাজারে বিক্রি করেন। সুতরাং বলা যায়, সুরুজ আলীর কাজ জাতীয় আয়ের কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ রাকিব ও আরমান হোসেনের কাজ যথাক্রমে কৃষি ও বনজ এবং শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই দুই খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাকিব তার জমিতে ফসল চাষ করে বাজারে বিক্রি করেন এবং প্রচুর লাভ করেন। তার এই উপার্জন দেশের মোট জাতীয় আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আমাদের মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ছিল ১,৭৬,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৪.৩৩ শতাংশ।

আবার আরমান হোসেনের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। যেখানে পোশাক দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। যা জাতীয় উৎপাদনেও অবদান রাখে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২০.১৭ শতাংশ যার সিংহভাগ অবদান হলো তৈরি পোশাক শিল্পের। সমন্বিতভাবে এ দুটি খাতই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা সময়ে পরবর্তী দেশটি নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জাতিসংঘের বেঁধে দেওয়া সূচকের শর্ত পূরণের মাধ্যমে এ সফলতা অর্জন করে। *[সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]*

ক. GNI- কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কী ভাবে উন্নয়ন কে বাধাগ্রস্থ করে? ২

গ. মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের উল্লিখিত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের প্রভাব রয়েছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৬৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বা GNI বলে।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে দক্ষ জনসম্পদ তৈরি হতে পারে না। যার ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

দরিদ্র লোক পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ফলে তারা ভালো কাজ পায় না। আয় কম হওয়ায় সঞ্চয় থাকে না ফলে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। তারা শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারে না অর্থের অভাবে। এই চক্রকারে চলমান দারিদ্র চক্র দক্ষ জনশক্তি হয়ে উঠতে পারে না এবং পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে। দক্ষ জনশক্তির অভাবে উন্নয়নও বাধাগ্রস্থ হয়।

গ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ বর্তমানে ১৪২তম স্থান অধিকার করে আছে যা এদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে নির্দেশ করে।

একটা দেশের অর্থনীতি কতটা কল্যাণমুখী, গড় আয়ু, গড় সামাজিক অসমতা, বেকারত্বের হার, শিক্ষার হার প্রভৃতির মাধ্যমে একটি দেশের মানুষ প্রকৃত বিচারে কেমন আছে তা জানার জন্য যে সূচক ব্যবহার করা হয় তাকে মানব উন্নয়ন সূচক বলা হয়। প্রতিটি দেশে মানব উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক খাতে মোট বাজেটের একটা অংশ ব্যয় করে। বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক খাতে ২০% বেশি ব্যয় করছে। মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালে ২১% ছিল যা বর্তমানে ৬৪% উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিধি কার্যকর করা হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয় ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯% থেকে ৪০% নেমে এসেছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনার জন্য হত-দরিদ্র বিশেষ করে বয়স্ক, দুঃস্থ নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিমসহ অনেককে নগদ ভাতা ও বিনামূল্যে খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছে। যার ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বে যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থানের হার ৬০.৭% সেখানে বাংলাদেশে এই হার ৬৭.৮%। বাংলাদেশের যে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে তা মানব উন্নয়ন সূচকের মাধ্যমে বোঝা যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বাংলাদেশের মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ২০১০ সালের হিসাব মতে বিদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৫৯ লাখ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসীদের পাঠানো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

https://teachingbd24.com